রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা প্রসঙ্গে

শিশিরকুমার দাশ

সদ্যপ্রয়াত আমার সহপাঠী বন্ধু শিশিরকুমার দাশ (১৯৩৬-২০০৩)-এর উৎসাহ ছিল ধ্রুবপদ বার্ষিক সংকলন বিষয়ে। এবার রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত বিশেষ এই সংকলনে শিশিরকে দিয়ে একটি লেখার কথা অনেক আগে থেকে ভেবেছিলাম এবং সেই মর্মে তার সঙ্গে দিল্লিতে পত্র যোগাযোগ হয়েছিল। তার সারা জীবনব্যাপী বহুতর মৌলিক সারস্বত কর্মের সমান্তরালে ক্রিয়াশীল ছিল সম্পাদনার নানা গুত্বপূর্ণ কাজকর্ম। এ ব্যাপারে তার অন্যতম আন্তর্জাতিক মাপের কাজ হল নতুন দিল্লির সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত তিন খণ্ডে বিধৃত বিশালায়তন বই The English Writings of Rabindranath Togore । রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এমন বড়োসড়ো কাজে তার মেধা, মনন ও বিবেচনাবোধের এক সামগ্রিক পরিচয় ফুটে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে রয়েছে রবীন্দ্রনাথসম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ও অনুধাবনের আততি। গত মার্চ মাসে তাকে একটি পত্র লিখে অনুরোধ করেছিলাম ধ্রুবপদ- এর প্রস্তূয়মান সংখ্যার জন্য লেখা দিতে। আমাদের উপদেশক শঙ্খ ঘোষের প্রস্তাব ছিল শিশির লিখুক রবীন্দ্রনাথসংক্রান্ত তার এই বিরাট কাজের অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত সমস্যা, নানা ঘটনার স্মৃতি এবং বিদ্বজ্জনদের প্রতিত্রিয়া। ব্যাপারটা শিশিরকে বিশদভাবে লিখে, শঙ্খদার ইচছার কথা বলে, তাকে যে পত্রাঘাত করি, কেইবা ভেবেছিল আর এক মাসও সে বাঁচবে না ? ৭মে দিল্লিতে জীবনবসান ঘটে গেল হঠাৎ।

তাই বলে কি ধ্রুবপদ সংকলনের রবীন্দ্রস্পর্শী সংখ্যা শিশিরকুমার দাশের লেখা বাদ দিয়ে বেরোতে পারে ? পারে না। ভাবলাম, The English writings of Rabindranath Tagore বইয়ের প্রথম খণ্ডে শিশির যে অসামান্য ভূমিকাটি বিস্তারিতভাবে লিখেছিল ইংরাজি ভাষায়, তাতে তার রবীন্দ্রভাবনার নিজস্ব বয়ান অনেকটাই ধরা আছে। হলোই বা ইংরেজিনবিশ পাঠকদের উদ্দেশে সেটি রচিত, তবু তাতে নির্ভুলভাবে ব্যক্ত হয়েছে শিশিরেরচিন্তার সামগ্রিকতা, রবীন্দ্রনাথের মনন ও শিল্প সম্পর্কে তার অনুকম্পায়ী মনের স্ফুরণ। অতএব, ঠিক হল, ইংরেজিতে লেখা ওই ভূমিকাংশটি যথাযথ অনুবাদের সাহায্যে আমাদের সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাতে একসঙ্গে দুটি কাজ হল। প্রথমত, ধ্রুবপদ সম্পূর্ণাঙ্গ হল শিশিরের লেখা শোভিত হয়ে---দ্বিতীয়ত, তার একটি বিশিষ্ট নিবন্ধ পেয়ে গেল বাংলা - ভাষারূপ।

এই সামগ্রিক প্রয়াস আসলে বন্ধু শিশিরকুমার দাশের প্রতি আমাদের বিনত শ্রদ্ধাঞ্জলি। তার অপ্রত্যাশিত আকস্মিক প্রয়াণ বাঙালি সাহিত্যমনস্কদের পক্ষে যে অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করেছে, তার কিছুটা অপনোদন হয়তো হতে পারে এই লেখাটির পঠনে।
---সম্পাদক

এক

ইংরেজি ভাষার লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব বেশ আকস্মিক এবং তেমন কোনো সৃষ্টিশীল তাগিদ এই ঘটনার পিছনে ছিল না। বাংলায় একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হলেও, ১৯১২ সালে লন্ডনের India Society থেকে তাঁর প্রথম

ইংরেজি রচনা Gitanjali (Song Offerings) প্রকাশ হওয়ার আগে পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে বাংলাভাষী অঞ্চলের বাইরে অপরিচিত ছিলেন এবং পাশ্চাত্যে তাঁর পরিচয় সম্পুর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তখন তাঁর বয়স একান্ন বছর এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসন নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কুড়িটিরও বেশি কাব্যগ্রন্থ, প্রায় বারোটি নাটক, বেশ কিছু প্রবন্ধ ও ছোটোগল্প এবং তিনটি প্রধান উপন্যাস। সাহিত্যের বিভিন্ন রীতি ও প্রকরণ বিষয়ে তাঁর সাহসী ও গভীর উপলব্ধিগত পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং সেই সঙ্গে বিশেষ মতাদর্শগত অবস্থানের জন্য প্রায় সারাজীবনই তাঁকে কোনো - না - কোনো মহলের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও বাঙালি লেখকদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। বাংলার চরমপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) তাঁর Sophia পত্রিকায় ১৯০০ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে রবীন্দ্রনাথকে 'The World-poet of Bengal' রূপে বর্ণনা করেন। একজন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার প্রতীতিতে তিনি লেখেন, 'If ever the Bengali language is studied by foreigners it will be for the sake of Rabindra. He is a world-poet. He is like the Devadaru which has its roots deep down, down the lowlands but which threatens to pierce the sky-such is its loftiness. He will be ranked amongst those seers who have come to know the essence of beauty through pain and anguish.' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন দাবি শুধুমাত্র ব্রহ্মবান্ধব একাই করেননি। দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের ৫০ তম জন্মতিথির প্রকাশ্য অভ্যর্থনা সভায় তাঁর কনিষ্ঠ সমসাময়িক এক কবি সোল্লাসে ঘোষণা করেন, 'জগৎ কবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব'।

জীবনের এই বিশেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ আদৌ ইংরেজিতে লেখালেখির দায় বোধ করলেন কেন, তা যথেষ্ট কৌতূহলের উদ্রেক করে। তাঁর কয়েকজন পূর্বসূরি এবং সমকালীন লেখকদের মতো ইংরেজি ভাষার লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। ততদিনে তিনি দুবার ইংলন্ড ভ্রমন করেছেন। ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংগীতে তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মেছে এবং ইংরেজিয়ানায় দুরস্ত কলকাতার উচচবর্গের সঙ্গে তাঁর পরিচয়বেশ অন্তরঙ্গ, তবু নিজস্ব সাহিত্যসৃষ্টির ভাষা নির্বাচনে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। তিনি ছিলেন মূলত বাংলা ভাষার লেখক।

তা সত্ত্বেও তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি গড়ে উঠেছে---এবং খুব সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতেও তা বজায় থাকবে---প্রধানত ইংরেজি গীতাঞ্জলি এবং তৎপরবর্তী অন্যান্য ইংরেজি রচনার উপর ভিত্তি করেই। বহির্বিশ্বের কথা বাদদিলেও এমনকি ভারতবর্ষেরও বিভিন্ন প্রদেশে তিনি তাঁর ইংরেজি অনুবাদ অথবা ইংরেজি থেকে অনুবাদের মাধ্যমেই পরিচিতি লাভ করেছেন।

ইংলন্ডে বহু বিশিষ্ট কবি ও চিন্তাবিদ বিস্ময়কর উদ্দীপনার সঙ্গে Gitanjali ও তার স্রষ্টাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাঁদেরর অন্যতম ছিলেন ডব্লিউ. বি. ইয়েট্‌স্, যিনি Gitanjali -র চমৎকার ভূমিকাটি লিখেছিলেন। এই ব্যাপক উদ্দীপনা ও অভিনন্দন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর আরো রচনার অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর লেখার প্রতি পশ্চিমি পাঠকের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ, পরবর্তী দশ বছরে দ্রুততার সঙ্গে একের পর এক, বারোটিরও বেশি গদ্য, কবিতা এবং নাটকের বই প্রকাশ করলেন। যে কোনো দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে সংশয়াতীতভাবে তিনিই একমাত্র গুত্বপূর্ণ লেখক যিনি বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছোনোর জন্যে নিজেই নিজের রচনার তর্জমা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নিজের রচনার অনুবাদক হওয়া এরং পরবর্তী সময়ে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনার সিদ্ধান্ত তাঁর পক্ষে সার্বিকভাবে অনুকূল না হলেও তা ছিল এক অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯১৩ সালে তিনি Gitanjali (১৯১২) এবং The Gardener (১৯১৩) গ্রন্থদুটির জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। পুরস্কারের মানপত্রে তাঁর রচনার এই গুণ প্রশংসিত হল 'Profoundly sensitive, fresh and beautiful verse by which, with consummate skill, he has made his poetic thought expressed in his own English words, a part of the literature of the West' । তাঁর কাব্যভাবনা বাস্তবিকপক্ষে পাশ্চাত্যসাহিত্যের অঙ্গাঙ্গি হয়ে উঠেছিল কি না তা একটি পৃথক বিচার্য বিষয়। কিন্তু তাঁর ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে একজন বাঙালি লেখক থেকে রবীন্দ্রনাথের ঝিব্যক্তিত্বে উত্তরণের পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়েছিল।

দুই

যে পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমকালের সবচেয়ে খ্যাতিমান এবং সেইসঙ্গে এক বিতর্কিত দ্বিভাষিক লেখকহয়ে উঠলেন, সে বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯১২ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তৃতীয়বার ইংলন্ড ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন। ১৯ মার্চ তারিখে কলকাতা থেকে জাহাজে তাঁর যাত্রা করার কথা ছিল; আকস্মিক অসুস্থতার কারণে তাঁকে সে যাত্রা পিছিয়ে দিতে হয়। অত্যন্ত নিরাশ হয়ে তিনি শিলাইদহে, পদ্মাতীরে, তাঁর জমিদারিতে ফিরে যান নির্জন অবসর যাপনের জন্য। সেই শিলাইদহে-- যেখানে তিনি তাঁর যৌবনের অনেকগুলিদিন কাটিয়েছিলেন অ ার সেখানে তাঁর স্মরণীয় কবিতা আর ছোটগল্পের বেশ কয়েকটি লেখা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে তিনি বাংলা 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০)-র কবিতাগুলি তর্জমা করতে শু করেন ; ইংলন্ডের কোনো কোনো পাঠক বাংলায় তখন তাঁর খ্যাতির কথা জ ানতেন, এসব তর্জমা স্পষ্টত তাঁদের উদ্দেশে রচিত। ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে গীতাঞ্জলি অনুবাদের সূত্রপাতের সেইসব কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চিঠিটি এখানে উল্লেখ করাপ্রয়োজন (১)

গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমার কথা লিখেচিস্। ওটা যে কেমন করে লিখ্লুম এবং কেমন করে লোকের এতভাল লেগে গেল, সে কথা আমি আজ পর্যন্ত ভেবেই পেলুম না। আমি যে ইংরেজি লিখতে পারিনে এ কথাটা এমনি সাদা যে এ সম্বন্ধে লজ্জা করবার মত অভিমানটুকুও আমার কোনদিন ছিল না। যদি আমাকে কেউ চা খাবার নিমন্ত্রণ করে ইংরেজিতে চিঠি লিখত তাহলে তার জবাব দিতে আমার ভরসা হত না। তুইভাবছিস আজকে বুঝি আমার সে মায়া কেটে গেছে --- একেব ারেই তা নয়--- ইংরেজিতে লিখেছি এইটেইআমার মায়া বলে মনে হয়। গেল বারে যখন জাহাজ চড়বার দিনে মাথা ঘুরে পড়লুম, বিদায় নেবার বিষম তাড়ায় যাত্রা বন্ধহয়ে গেল, তখন শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম। কিন্তু মস্তিষ্কযোল আনা সবল নাথাকলে একেবারে বিশ্রাম করার মত জোর পাওয়া যায় না। তাই অগত্যা মনটাকে শান্ত রাখবার জন্য একটা অন াবশ্যক কাজ হাতে নেওয়া গেল। তখন চৈত্রমাসে আমের বোলের গন্ধেআকাশে আর কোথাও ফাঁক ছিল না এবং পাখির ডাকাডাকিতে দিনের বেলাকার সকল কটা প্রহর একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল। ছোটছেলে যখন তাজা থাকে তখন মার কথা ভুলেই থাকে। যখন কাহিল হয়ে পড়ে তখনই মায়ের কোলটি জুড়ে বসতে চায় --- আমার সেই দশা হল। আমি অ ামার সমস্তমন দিয়ে আমার সমস্তছুটি দিয়ে চৈত্রমাসটিকে যেন জুড়ে বসলুম-- তার আলো আর হাওয়া আর গন্ধ আর গান একটুও আমার কাছে বাদ পড়ল না। কিন্তু এমন অবস্থায় চুপ করে থাকা যায় না--- হাড়ে যখন হাওয়া লাগে তখন বেজে উঠতে চায়। ওটা আমার চিরকেলে অভ্যাস, জানিস্ত। অথচ কোমর বেঁধে কিছু লেখবার মত বল আমার ছিল না। সেই জন্যে ঐ গীতাঞ্জলির (২) কবিতাগুলি নিয়ে একটি একটি করে ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসে গেলুম। যদি বলিস্ কা হিল শরীরে এমনতর দুঃসাহসের কথা মনে জন্মায় কেন--- কিন্তু আমি বাহাদুরি করবার দুরাশায় একাজে লাগিনি। আর একদিন যে ভাবের হাওয়ায় মনের মধ্যে রসের উৎসব জেগে উঠেছিল সেইটিকে আর একবার আর এক ভাষার ভিতরর দিয়ে মনের মধ্যে উদ্ভাবিত করে দেবার জন্যে কেমন একটা তাগিদ এল। একটি ছোট্ট খাতা ভরে এল। এইটি পকেটে করে নিয়ে জাহাজে চড়লুম। পকেটে করে নেবার মানে হচ্ছে এই যে, ভাবলুম সমুদ্রের মধ্যে মনটি যখন উস্খুস্ করে উঠবে তখন ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে আবারএকটি দুটি করে তর্জমা করতে বসব। ঘট্লও তাই। এক খাতা ছাপিয়ে আর এক খাতায় পৌঁছন গেল। রোটেনস্টাইন আমার কবিযশের আভাস পূর্বেই আর একজন ভারতবর্ষীয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি যখন কথা প্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিতমনে তাঁর হাতে অ ামার খাতাটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি কবি য়েট্সের কাছে আমার খাতা পাঠিয়ে দিলেন--তারপরে কি হল সে ইতিহাস তোদের জানা আছে। আমার কৈফিয়ৎ থেকে এটুকু বুঝতে পারবি আমার কোন অপরাধ ছিল না--অনেকটা ঘটনাচক্রে হয়ে পড়েছে।

ইংরেজি গীতাঞ্জলির জন্মবৃত্তান্তের এই বিনীত বিবরণ নিশ্চিতভাবে এক অতি মূল্যবান তথ্যসম্পদ। যদিও অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে কিছু অসংগতি লক্ষ করা যায়---চিঠিটিতে বলা হয়নি এমন বিষয়েও যা কিছুটা আলোকপাত করে। দেখা যায় নিজের লেখার অনুবাদকর্মটিকে রবীন্দ্রনাথ বেশ একটা আকস্মিক এবং

অ-পূর্বপরিকল্পিত ব্যাপার বললেও তা অন্তত এক দশক আগে শু হওয়া তাঁর এক প্রচেষ্টার পরিণতি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদের ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটে বেশ কয়েক বছর আগে, যখন তিনি তাঁর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটির অনুবাদ করেন (৩)। যদিও একটি একক ও বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত যা অনুসৃত হয়নি। যাই হোক, বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের লেখার অনুবাদের বিষয়ে চিন্তাভাবনা শু করলেন প্রধানত তাঁর বিজ্ঞানী বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৩৭)-র প্ররোচনায়। Responses in the Living and Non-Living (১৯০২) নিবন্ধে প্রকাশিত উদ্ভিদের স্পর্শজ্ঞান বিষয়ে রোমাঞ্চকর অনুসন্ধানের জন্যে জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি তখন সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের একান্ত অনুরাগী জগদীশচন্দ্র ১৯০০ সালের শেষে লন্ডন থেকে লিখলেন, 'তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না।'(৪) তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্পের অনুবাদ করলেও ইংলন্ডে সেগুলি প্রকাশ করতে পারেননি। এই সময়ে বাংলায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকজন অনুরাগী, জগদীশচন্দ্রের মতোই, বাংলার বাইরে বৃহত্তর পাঠকসমাজে তাঁকে পরিচিত করতে বিশেষ উৎসাহী হয়েছিলেন। সে সময়ের খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) রবীন্দ্রনাথের চারটি গল্প অনুবাদ করলেন। গল্পগুলি ১৯০১ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে তাঁর সম্পাদিত New India পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮ - ৮৪)- এর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রমথলাল সেন ও (১৮৬৬-১৯৩০) রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেন। যদিও এইসব প্রচেষ্টা বেশিদিন বজায় থাকেনি এবং রবীন্দ্রনাথেব বন্ধুবর্গের এ উৎসাহ ছিল স্বল্পস্থায়ী।

কিন্তু ১৯০৯ থেকে ১৯১২, এই সময়ে রবীন্দ্র - সাহিত্যের অনুবাদকদের এক আকস্মিক উদ্ভব লক্ষ করা যায়। এঁদের প্রচেষ্টা ছিল অনেক বেশি সংহত ও সুপরিকল্পিত। এঁদের মধ্যে ছিলেন ইংরেজি ভাষার বিশিষ্ট কবি- অনুবাদক রবি দত্ত (১৮৮৩-১৯১৮) (৫) ; শান্তিনিকেতনে ইংরেজি ভাষার বিশিষ্ট কবি- অনুবাদক রবি দত্ত বিষয়ে বাঙালি সমালোচকদের মধ্যে প্রথম যিনি লিখেছিলেন সেই অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) ; জন্মসূত্রে সিংহলি ভারতীয় শিল্প ও নন্দন - তত্ত্বের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা আনন্দ কে. কুমার স্বামী (১৮৭৭-১৮৪৭) এবং স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯২০) আইরিশ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১)। ১৯০৯ - এর ডিসেম্বর থেকে ১৯১২-র জুন মাসের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) সম্পাদিত সে সময়ের কলকাতার সর্বাপেক্ষা প্রচারিত ইংরেজি পত্রিকাThe Modern Review - তে রবীন্দ্রনাথের অন্তত পনেরোটি ছোটোগল্প ও নয়টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।
উত্তরকালের গবেষণায় জানা যায় কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীরাই যে গভীর আন্তরিকতায় তাঁর রচনার অনুবাদ শু করেছিলেন তাই নয়, খুবই লক্ষণীয় এবং গুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল যে ইংলন্ডবাসী একদল তণ বাঙালি বাইরে বৃহত্তর পাঠক সমাজে তাঁকে তুলে ধরা কাজে ব্রতী হলেন। তখন প্রায় একযোগে কলকাতায় এবং লন্ডনে অনুবাদের কাজ প্রসারিত হতে লাগল। (৬) রবি দত্তের অনুবাদ ইংরেজ পাঠককুল কতটা গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে আমরা কিছু জানি না। রবীন্দ্রনাথ নিজে সে অনুবাদ করেননি। অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে যান, কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁকে অসুস্থতার কারণে দেশে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু অক্সফোর্ডে তাঁর এই সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালেও তিনি তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের জন্যে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেন। আর. এফ. র‍্যাট্রে ছিলেন সেই বন্ধুদের অন্যতম এবং হয়তো 'তিনিই প্রথম ইউরোপীয় ব্যক্তি যিনি ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন।'(৭) তিনি নিজে অন্তত পরবর্তীকালে তাই ভাবতেন। শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার অল্প পরেই অজিতকুমারের সঙ্গে কুমারস্বামীর সাক্ষাৎ ঘটে ; তিনি ১৯১১-র ফেব্রুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে আসেন এবং কিছুকাল সেখানে থাকেন। কুমারস্বামী যে শুধুমাত্র অজিতকুমারকে তাঁর অনুবাদকর্মে উৎসাহিত করলন তাই নয় বরং রবীন্দ্রনাথ নিজে যাতে তাঁর কবিতার ইংরেজি তর্জমার কাজে সহযোগিতা করেন সে বিষয়ে তাঁকে রাজি করালেন। দুটি কবিতা ওই বছরেই The Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
(৮)কুমারস্বামী তাঁর Art and Swadeshi (Madras, 1911) বইয়ের অন্তর্ভুক্ত 'Poems of Rabindranath Tagore' রচনায় কবিতা দুটি উদ্ধৃত করেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন হলেও আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটা হল ইউলিয়ম রোটেনস্টাইনের (১৮৭২-১৯৪৫) কলকাতায় আগমন। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিপ্রতিষ্ঠায় এই রোটেনস্টাইন এক গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। ভারতীয় শিল্পে তাঁর গভীর আগ্রহের কারণে এবং বিশেষত ১৯১০ সালে লন্ডনে ইন্ডিয়া সোসাইটি স্থাপনে তাঁর অবদানের জন্য রোটেনস্টাইন ভারতবর্ষে পরিচিত ছিলেন। ভারতীয় চাকলার পক্ষে দাঁড়িয়ে তাকে বিশেষভাবে তুলে ধর ার উদ্দেশ্যে সংগঠনটি স্থাপিত হয়েছিল। (৯) কলকাতার স্কুল অফ আর্ট-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং ভারতীয় শিল্পধারার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ই.বি.হ্যাভেল (১৮৬১-১৯৩৪)-এর মাধ্যমে রোটেনস্টাইন সমকালীন ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ৯১৮৭১-১৯৬১) এবং গগনেন্দ্রনাথের (১৮৬৪-১৯৩৮) সঙ্গে পরিচিত হলেন। প্রধানত এই দুই শিল্পী-অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণেই রোটেনস্টাইন ১৯১১ স ালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় আসেন। তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যান এবং সেখানে কবির সঙ্গেও তাঁর স াক্ষাৎ হয়। দীর্ঘ বাইশ বছর পরে রোটেনস্টাইন তাঁর স্মৃতিচারণা লেখেন, রবীন্দ্রনাথেরদুই বিখ্যাত ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে মিলিত হলেও এটা খুবই দুঃখজনক যে 'that this uncle was one of the remarkable men of his time no one gave me a hint' ১০ অতিরঞ্জিত না করেও বলা যায় যে ঘটনাটি খুবই আশ্চর্যের। কারণ ১৯১০ সালের অক্টোবরে ভ ারতের উদ্দেশে রোটেনস্টাইনের সঙ্গে একই জাহাজের যাত্রী হয়েও ভরতবর্ষ সম্পর্কে কথোপকথনের সময় কুমারস্বামী তঁ াকে কবির পরিচয় দেননি। একথা বিশ্বাস করা কঠিন যদিও আমরা জানি অবনীন্দ্রনাথের মতো কুমারস্বামীও রোটেনস্ট াইনকে শান্তিনিকেতনে আসার অনুরোধ করেছিলেন 'to know Rabindranath in his own world' । কলকাতায় তঁ ার স্বল্পকালীন ব্যস্ত কর্মসূচির মাঝেও রোটেনস্টাইন কবির বেশ কয়েকটি প্রতিকৃতি করার মতো যথেষ্ট সময় খুঁজে পেয়েছিলেন। এছাড়াও The Modern Review -এর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সহ কয়েকজন রবীন্দ্র অনুরাগীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। রবীন্দ্র - সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদের ইতিহাসে যা খুবই জরি তা হল লন্ডনে ফিরে আসার অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথকে লেখা রোটেনস্টাইনের চিঠি। তিনি লিখলেন 'It has been for me a real privilege and joy to have had the advantage of meeting you…' and 'You will perhaps remember that I shall be grateful for any translations of poems and stories which may appear in anytime'। (১১) এভাবেই এক বন্ধুত্বের সূচনা হল, যা রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জীবনে এক সার্বিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।

এই ঘটনার সমসময়ে, সম্ভবত এ চিঠি লেখার আগেই, রোটেনস্টাইন সে সময়ে লন্ডন প্রবাসী রবীন্দ্রনাথের দুই শ্রেষ্ঠ অনুর াগীর সঙ্গে পরিচিত হন। একজন অক্সফোর্ড - শিক্ষিত ব্রাহ্মনেতা প্রমথলাল সেন ও অন্যজন মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৮ - ১৯৩৪)। খুব সম্ভবত এই দুই পণ্ডিতের সাগ্রহ ও সপ্রশ্রংস উল্লেখে রোটেনস্টাইনকবি সম্পর্কে তাঁর ধারণ ার দৃঢ় সমর্থন পেয়েছিলেন। রোটেনস্টাইনের স্মৃতিকথা এবং অজিত চত্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি (১২) থেকে মোটামুটি পরিস্কার যে The Modern Review তে (১৩) রবীন্দ্র - গল্পের অনুবাদ পড়ে রোটেনস্টাইন তাঁর অন্যান্য রচনা, কবিতা ও গল্প সম্পর্কে খোঁজ করেছিলেন। প্রমথলাল সেনকে উৎসাহিত করেছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে অজিত চত্রবর্তী অনূদিত তাঁর কিছু কবিতা পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করলেন। একটি অনুকূল প্রত্যুত্তর এল কবির কাছ থেকে। তিনি এরপর অজিতবাবুকে প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয় মন্তব্য সমেত কবিতাগুলি পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেন।

একটি খাতার কথা রোটেনস্টইন উল্লেখ করেছেন 'exercise book containing translations of poems by Rabindranath made by Ajit Chakravarti' এ খাতাটি খুব সম্ভবত বছর শেষ হবার আগেই তাঁর হাতে পৌঁছেছিল। অনুমান করা যায় যে কবিতাগুলি তাঁর মনে বেশ দাগ কেটেছিল আর তা নিয়ে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। তিনি ও তাঁর বন্ধু, নবগঠিত ইণ্ডিয়া সোসাইটির সম্পাদক, এ. এইচ্. ফক্স স্ট্রাঙ্গয়ে কবিতাগুলি কয়েকটি বিভিন্ন ইংরেজি সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ করতে মনস্থ করলেন। ঠিক এরকম একটা সময়েই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পরিকল্পিত ইংলন্ড সফর পিছিয়ে দিতে হয়েছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯১২ সালের মার্চ মাসে যখন তিনি অবশেষে কলকাতা থেকে যাত্রা করতে প্রস্তুত, সেবারও তাঁকে আকস্মিক অসুস্থতার কারণে কয়েক মাসের জন্যে যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়---ইন্দিরা

দেবীকে লেখা তাঁর চিঠিতে এ তথ্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সে সময়ের রবীন্দ্রানুরাগীদের কাজকর্ম থেকে দুটি অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ বিষয় বেরিয়ে আসে   এক, তাঁর রচনার অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রথমে গল্পের ও পরে কবিতার চাহিদা ; এবং দুই, তাঁর রচনার অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের উপলব্ধি। কবির কলকাতার বন্ধুদের হাতে এ কাজের সূত্রপাত, ইংলন্ডের বন্ধুরা পরে এ কাজে শামিল হন। ধীরে একটা চাপ গড়ে উঠছিল। আরো অনুবাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ সাড়া দিলেন প্রশান্ত নিরাসক্তভাবে - খুব জড়িয়ে না পড়ে রইলেন কিছুটা নির্লিপ্ত। কুমারস্বামীর সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা ছিল মূলত এক বিদগ্ধ বিদ্বানের প্রতি সুশীল আচরণ। অনুবাদের কাজটি তিনি অজিত চত্রবর্তীর উপরই ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং তিনিও কাজটিখুব যোগ্যতার সঙ্গেই করছিলেন বলেই মনে হয়। কিন্তু যখন রবীন্দ্র - সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশে রোটেনস্টাইনের অনুরোধ আর রবীন্দ্রনাথের ইংলন্ড যাত্রার পরিকল্পনা-এই দুই ঘটনা একই সঙ্গে ঘটল তখন কবি নিশ্চয়ই তাঁর অনুবাদের বিষয়ে আরো গুত্ব দিয়ে চিন্তাভাবনা শু করেন। এর আগে তিনি কখনো তাঁর কবিতার অনুবাদের বিষয়েকোনো মন্তব্য করেননি। কিন্তু হঠাৎই ১৯১২ সালের ১৪ মে তারিখে প্রমথলাল সেনকে লেখা একটি চিঠিতে তিনিনিজের রচনার অনুবাদ বিষয়ে তাঁর মতামত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন। তখনো পর্যন্ত কোনো অনুবাদই তাঁর পছন্দ হয়নি   রবি দত্তর অনুবাদ তাঁর পছন্দ ছিল না ;অজিত চত্রবর্তীর অনুবাদ সম্পর্কেও তাঁর কিছু দ্বিধা ছিল। ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ বিষয়ে তাঁর তীব্র আপত্তি ছিল এবং চেয়েছিলেন তঁার কবিতা অনূদিত হোক প্রাঞ্জল গদ্যে। তবে এ চিঠির সবচেয়ে জরি কথা হল, রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম নিজের কবিতা নিজে অনুবাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি লিখলেন, 'ইংলন্ডে গিয়ে যদি সম্ভব হয় নিজেই চেষ্টা করে দেখব'।(১৪) বস্তুত একথা লেখার আগেই তিনি কাজটি শু করে দিয়েছিলেন।

দুটি কারণের জন্য তাহলে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজ রচনার অনুবাদক হয়ে উঠতে হয়েছিল। প্রথমত, প্রথমে ভারতবর্ষে ও পরে ইংলন্ডেআরো অনুবাদের জন্য অনুরাগীদের চাপ, ; এবং দ্বিতীয়ত, অন্যদের অনুবাদে তাঁর ত্রমবর্ধমান অতৃপ্তি। এক ধরনের সৃষ্টিশীল আবেগ তাঁর অন্তরে দীর্ঘদিন প্রকাশোন্মুখ ছিল এবং অবশেষে তা একদিন প্রকাশ্যে বেরিয়ে এল। প্রায় তিন বছর ধরে নীরব প্রস্তুতি চলেছিল, নিজেই নিজের রচনার অনুবাদ করার অতি গুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তারই পরিণতি।

তিন

রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলন্ড যাত্রাপথে নতুন কর্মকাণ্ডের জন্য নিজেকে তৈরি করে তুলছিলেন সে সময়ে ইংলন্ডের বন্ধুরাও তাঁর সাড়ম্বর অভ্যর্থনার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। রোটেনস্টাইনের উদ্যোগে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সম্মানে এক সাধারণ ভোজসভার পরিকল্পনা করেন। রোটেনস্টাইনের আর এক বন্ধু যাঁর পরিচয় জানা যায়নি, অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব করলেন রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড ঝিবিদ্যালয়ের একটি উপাধি দেওয়া হোক। সে সময়ে অক্সফোর্ডের আচার্য লর্ড কার্জন প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। উল্লেখ করা যায় যে প্রথমবার বাংলা ভাগ হওয়ার সময়ে লর্ড কার্জনই ছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং তাঁরই নির্দেশে এই বঙ্গভঙ্গের বিদ্ধে মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রোটেনস্টাইন, অজিত চত্রবর্তী অনূদিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা The Nation পত্রিকায় পাঠান। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে রবীন্দ্রনাথের লন্ডনে পৌঁছবার একদিন আগে ১৫ জুন ১৯১২ তারিখে এই অনুবাদগুলির একটি 'বড়ন্দ্ব ট্রন্সক্তব্দ্ধজন্ত ঙ্গন্দ্র ঠ্ঙ্গক্তস্তু-ড্ডন্দ্বজস্তব্ধড়ন্তন্ধ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।(১৫) রোটেনস্টাইন যে তাঁর বন্ধুদের কাছে এবং ইংরেজ জনসাধারণ্যে কবিকে যথাযথভাবে পরিচিত করতে সার্বিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন এসব ঘটনা তারই নিদর্শন।

গ্রাম বাংলার স্নিগ্ধ পরিবেশে যে উদ্দীপনা আর আনন্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কবিতার অনুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রাতেও তা অপরিবর্তিত রইল। তিনি লন্ডনে পৌঁছবার পর সবকিছু ঘটতে থাকল আশর্চর্য দ্রুততার সঙ্গে। লন্ডনে পদার্পণের একদিনের মধ্যেই পুত্র রথীন্দ্রনাথ সাবওয়েতে Gitanjali -র পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে ফেলেন। ভাগ্যত্রমে নিদ্দেশপ্রাপ্তি কার্যালয় থেকে সেটি ফিরে পাওয়া যায় এবং রবীন্দ্রনাথ তা অবিলম্বে রোটেনস্টাইনের হাতে তুলে দিলেন। দুবছর অ

াগে জোড়াসাঁকোর পরিচয়ে যে-রবীন্দ্রনাথকে রোটেনস্টাইন আবিষ্কার করেছিলেন, যাঁর প্রসঙ্গে স্মৃতিকথায় লিখতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল 'an inner charm as well as great physical beauty…' সেই -রবীন্দ্রনাথের দেওয়া কবিত াগুলি তাঁকে নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। ১৯১৩-র ৭ জুলাই (১৬) সন্ধ্যায় তিনি তাঁর হ্যাম্পস্টেড -এর বাড়িতে কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করেন। উপস্থিত ছিলেন মে সিনক্লেয়ার, আর্নেস্ট রিহ্‌স্‌, হেনরি নেভিনসন, চার্লস্‌ ট্র্যাভেলিয়ান, ডব্লিউ. বি. ইয়েট্‌স্‌ এবং ফক্স স্ট্যাংওয়ে। সভায় ইয়েট্‌স্‌ পরে Gitanjali -র ভূমিকায় তঁ ার সেই অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছিলেন।

I have carried the manuscript of these translations about with me for days, reading it in railway trains, or on the top of omnibuses and in restaurants, and I have often had to close it lest some stranger would see how much it moved me. These lyrics-which are in the original, my Indians tell me, full of subtlety of rhythm, of untranslatable delicacies of colour, of metrical invention – display in their thought a world I have dreamed of all my life long. The work of a supreme culture, they yet appear as much the growth of the common soil as the grass and the ruhes.

রোটেনস্টাইনের হ্যাম্পস্টেডের বাসভবনে সেই সন্ধ্যায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন কবিতাগুলির প্রশংসায় তাঁরা উচ্ছ্বসিত হলেন। বস্তুত এক মহান কবির প্রতি সর্বসম্মত প্রশংসার ঐকতান উচ্চারিত হল সেখানে। ইংলন্ডে আসার কয়েকসপ্তাহের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ সেখানকার সবচেয়ে প্রভাবশালী ও মান্য সাহিত্যিক সমাজে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে গেলেন। (১৭) ইন্ডিয়া সোসাইটি কবিতাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। রবীন্দ্রনাথ সংকলনের নামকরণ করলেন Gitanjali এবং ১৯১২ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত হল এর প্রথম সংস্করণ। ১৯১২-র অক্টোবরে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা য াত্রা করেন এবং প্রকাশের অনতিকাল পরেই ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে বইটির অত্যন্ত অনুকূল সমালোচনা সম্পর্কে জানতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইংরেজি সাহিত্যিক মহলের তাৎক্ষাণিক প্রতিত্রিয়া ছিল এতই বিস্ময়কর রকম আন্তরিক যে Gitanjali প্রকাশের আগেই, জুনের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত ইংলন্ডে তাঁর এই স্বল্পকালীন ব্যস্ত অবস্তানকালেও রবীন্দ্রনাথ আরো বেশি কবিতা অনুবাদে উৎসাহিত হলেন। সেই কবিতাগুলি পরের বছরে ম্যাকমিলান এ্যান্ড কোং থেকে The Gardener ও The crescent Moon নামে দুটি সংকলনে প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়। তাঁর কয়েকজন তণ অনুর াগী (১৮) অতীব উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রধান নাটক, ডাকঘর ও রাজা, অনুবাদ করে ফেললেন। ১৯১৩ সালের এপ্রিলে তিনি যখন আমেরিকা থেকে লন্ডন ফিরে এলেন, তাঁর একাধিক পাণ্ডুলিপি তখন প্রকাশের অপেক্ষায়। এই পর্বে তঁ ার নতুন পরম সাফল্য এল আরো কয়েক মাস পর, ১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ ওই দিনই শান্তিনিকেতনে পৌঁছায় এবং সেখানকার শিক্ষক-ছাত্ররাবিপুল আনন্দ ও গৌরবের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন।

চার

ইতিহাসের যে সংকটকালে রবীন্দ্রনাথকে দ্বিভাষিক লেখক হিসেবে গড়ে তুলল, তাকে গুত্বের সঙ্গে দেখা প্রয়োজন। ভ ারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হওয়ার পর বহু লেখকই ভাষা নির্বাচনে এক ধরনের সংকটের মুখোমুখি হন। ভারতে ইংরেজি ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে এখানকার মানুষের ত্রমবর্ধমান পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গে এই সংকট গভীরতর হল। রবীন্দ্রনাথের আগে একাধিক লেখক, বিশেষত মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪---৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) এবং ত দত্ত (১৮৫৬---৭৭) ইংরেজিতে সাহিত্য চর্চা করতেন। ত দত্ত মাত্র উনিশ বছর বয়সে মারা যান এবং সাহিত্যের ভাষা নির্বাচনে তাঁকে বিশেষ কোনো চাপেরমুখে পড়তে হয়নি। তিনি ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় লেখেন। অন্যদিকে মাইকেল মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাতে প্রত্যাবর্তন করেন। কোনো বিদেশি ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভাবনা বিষয়ে শতকীয় বিতর্ক বিশ শতকের গোড়ায় তার গুত্ব অনেকটাই হারিয়ে ফেলে। এই সময়কালেই সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯--১৯৫০), মনোমোহন ঘোষ (১৮৬৯--১৮২৪)

এবং শ্রীঅরবিন্দের (১৮৭২--১৯৫০) উত্থান; আরো কিছু পরে আসেন এই তিন বিদগ্ধ ঔপন্যাসিক, মুল্‌করাজ আনন্দ (১৯০৫) ; আর. কে. নারায়ণ (১৯০৬) এবং রাজা রাও (১৯০৮)। কিন্তুরবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই সব ভারতীয়দের একজন যাঁদের ভাষা নির্বাচনে কখনো কোনোরকম সংশয়ে পড়তে হয়নি। তিনি মাতৃভাষাকে তাঁর সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তির একমাত্র এবং অবশ্যম্ভাবী প্রকাশমাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

ত দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন ঘোষ এবং অন্যান্য বাঙালির ইংরেজি কবিতার একটি সংকলনের (১৯) মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কবিতাগুলিকে পশ্চিমি সাহিত্যে আপ্লুত বাঙালির অনুচিকীর্ষার উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করলেন। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বললেন 'আমাদের সাহিত্য (অর্থাৎ বাংলা সাহিত্য) অবশেষে মাতৃভাষায় তার স্বাভাবিক গতিপথ'আবিষ্কার করেছে। মাতৃভাষাকে সাহিত্যপ্রকাশের স্বাভাবিক গতিপথ হিসেবে দেখতে চাওয়া রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিআজ গুতর অ াপত্তির সামনে এসে পড়েছে। বহু ভারতীয় যাঁরা ইংরেজি ভাষাকে আপন করে নিয়েছেন, যাঁরা সহজাত ইংরেজিভাষীর দক্ষতা ও সংবেনশীলতায় সে ভাষা ব্যবহারে তাঁদের সক্ষমতার নিদর্শন রেখেছেন এবং যাঁরা মাতৃভাষার স্বাভাবিক উপযোগিতায় একেবারেই বিশ্বাস করেন না, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যে প্রবলভাবে অসম্মতহবেন। উনিশ শতকে ভাষা নির্বাচনের এই সংকট শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়ের তরফে তার প্রভুর ভাষার প্রতি আকর্ষণের জন্যই তৈরি হয়েছিল তা নয়, অর্জিত নতুন অনুভূতির উপযুক্ত প্রকাশমাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার জোর সম্পর্কে তার সংশয় ছিল আরো এক অন্যতম কারণ। নতুন ও জটিল আবেগ প্রকাশের ভাষা হিসেবে ভারতীয় ভাষাসমূহের অনুপযুক্ততার সমস্যা টি শীঘ্রই ভুল প্রমাণিত হল ; সে সব ভাষাতেও রচিত হল এক নতুন ও স্পন্দিত সাহিত্য। তবু পশ্চিমি শাসকের ভাষা ইংরেজির প্রতি আকর্ষণ থেকে গেল, এখনো তা বর্তমান--- এক ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার রূপে তা রয়ে গেছে আজও।

অবশ্য শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক সংকটের বিচারে এই আকর্ষণকে সম্পূর্ণত ও সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ভ ারতীয় লেখকের ভাষা নির্বাচনের বিষয়টি ছিল আরো একটি বৃহত্তর সমস্যার অঙ্গ, যাতে প্রধান ও অপ্রধান ভাষাগুলির মধ্যে ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক জড়িত। প্রধান ('Major') ভাষা বলতে আমি কেবল বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে সংখ্যাগুর ব্যবহৃত ভাষা অথবা সাহিত্যে ও দর্শনে সমৃদ্ধিশালী ভাষার কথাই বলছি না। প্রধান ভাষার মর্যাদা পেতে একটি ভাষাকে অবশ্যই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আদর্শগত ক্ষমতার অনুষঙ্গে থাকতে হয়। সুদীর্ঘ এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস ও সুবিশাল সংখ্যক ভাষাভাষী সত্ত্বেও ভারতীয় ভাষাগুলির কোনোটিই প্রধান ('major') ভাষা নয়। একজন ভারতীয় লেখক যিনি পছন্দ অনুযায়ী অথবা ঘটনাত্রমে কোনো একটি ভারতীয় ভাষায় লেখেন, সাহিত্যগুণ নির্বিশেষে তিনি অবশ্যই পৃথিবীর বাকি অংশে অপরিচিত থেকে যাবেন যদি না তাঁর রচনা একটি প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে শুধুমাত্র শেক্সপিয়র, মিলটন আর বাইবেলের ভাষা হিসেবেই ইংরেজি ভাষার আগমন হয়নি বরং তা ছিল মুখ্যত নতুন অর্থনৈতিক প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের প্রতিশ্রুতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাষা। এমনকী ইংরেজি সা হিত্যশিক্ষাও ছিল এক বৃহত্তর ঔপনিবেশিক প্রকল্পের অঙ্গ। দ্বিভাষিকতা অথবা বহুভাষিকতা ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার প্রচলনে অনেক আগে থেকেই ছিল। কিন্তু তখন ভাষাগুলির এমন একটি অনুত্রমিক বিন্যাস ছিল যেখানে যোগাযোগের ম াধ্যম হিসেবে প্রতিটি ভাষার যথাযথ গুত্ব ছিল এবং প্রত্যেক ভাষাই মোটামুটি এক স্পষ্ট সামাজিক ভূমিকা পালন করত। শ াসক শক্তির ভাষা হিসেবে ইংরেজি সেই ত্রমবিন্যাসকে এমনভাবে পাল্টে দিল যে তার সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার স ম্পর্ক হয়ে উঠল একটি প্রধান ভাষার সঙ্গে তার প্রতিপক্ষ অপ্রধান ভাষার বিরোধিতার। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতের প্রধান অগ্রগণ্য শ্রেণির চোখে এই ভাষাগত বিরোধিতার চেহারা দাঁড়াল 'আন্তর্জাতিক' বনাম 'জাতীয়' এবং 'জাতীয়' বন াম 'আঞ্চলিক'-এর।

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথের প্রচারক বা পয়গম্বর ভাবমূর্তি পশ্চিমি পৃথিবীতে এক নতুন বাণী বয়ে আনা তাঁর কবিরূপটির সঙ্গে প্রতিষ্ঠা পেল। প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে ছাপিয়ে যেতে শু করার আগে পর্যন্ত অল্পদিনের জন্য এই দুই ভাবমূর্তি ছিল স্বতন্ত্র এবং ত্রমে

ক্রমে দ্বিতীয় রূপটি প্রথমটির মধ্যে লীন হয়ে গেল। এই দুই ভূমিকার স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র দুই ভাষাগতঅভিব্যক্তি হল কবিতা ও গদ্য। ইংরেজি ভাষায় গদ্যলেখক রূপে রবীন্দ্রনাথের উদ্ভব, আধুনিক ভারতবর্ষের প্রচারকঅথবা মুখপাত্র হিসেবে তাঁর ভূমিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভারে সংশ্লিষ্ট -- যার সূত্রপাত হয় অনুবাদকরূপে তাঁর নতুন কর্মকাণ্ডের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। আরো যা তুলনীয় তা হল আধুনিক ভারতের প্রচারক বা মুখপাত্রের ভূমিকাটি তাঁর বিদেশভ্রমণ এবং পরে ভারতভ্রমণের সঙ্গেও ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে।

১৯১২ সালের মে মাসে তাঁর তৃতীয় ইংলন্ড যাত্রার প্রাক্কালে শান্তিনিকেতনের আবাসিকদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণে তিনি এবারের যাত্রাটিকে বর্ণনা করলেন তীর্থযাত্রা রূপে, বিদেশে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই সেই ভ্রমণ। সে ছিল এমনএক সময় যখন বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলন বেগবান হয়ে উঠেছে। মাত্র কয়েক বছর আগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরসময় রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের ক্রোধ ও বেদনাকে ভাষা দিতে এক সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর মর্মস্পর্শী ভাষায় ও তুমুল সেই সংগীতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ; কিন্তু তারপর রাজনীতির গতি পরিবর্তনে তাঁর মোহমুক্তি ঘটায় তিনি শান্তিনিকেতনের নির্জনতায় ফিরে যান। ১৯০৬ এবং ১৯১২ সালের মধ্যবর্তী বছরগুলি তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের অন্যতম সার্থক ও সমুজ্জ্বল এক অধ্যায়। এই সময়ে তিনি যে শুধু খেয়া (১৯০৬) এবং গীতাঞ্জলি - তে (১৯১০) সংকলিত তাঁর সবয়েচে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যগুলির কয়েকটি এবং কল্পনায়, গঠনশৈলীতে ও নাট্যসম্ভাবনায় অসামান্য দুটি নাটক রাজা (১৯১০) ও ডাকঘর (১৯১২) লিখেছিলেন তাই নয়, মহাকাব্যোপম গোরা উপন্যাসটিও এই সময়ের রচনা। গভীর দেশপ্রেম সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ অতীত গৌরবে অর্থহীন মুগ্ধতা কিংবা পাশ্চাত্য বিরোধী জঙ্গি জাতীয়তাবাদ-এর কোনোটাই পছন্দ করতেন না, তখনকার ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এই দুই প্রবণতাই হয়তো অবশ্যম্ভাবীছিল। তাঁর পশ্চিমের সমুদ্রযাত্রাকে একটি আধ্যাত্মিক অভিযান --- এক তীর্থযাত্রা বলাটা তাই বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।তিনি একটি নতুন সাংস্কৃতিক প্রকল্প গ্রহন করেছিলেন-- যদিও তার সব দায় হয়ত তখনই সবটুকু পরিষ্কার ছিল না ; পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মিক শক্তিকে ('spiritual strength') তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন আন্তরিক আগ্রহে। পরবর্তীকালে তীর্থযাত্রা রূপকটি তাঁর প্রতিটি বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রেই ফিরে ফিরে আসে।

প্রত্যেক বিদেশ ভ্রমণেই রবীন্দ্রনাথ সন্দেহাতীতভাবে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন ; তাঁর চিন্তা এরং অভিব্যক্তি নতুনতর অর্থ এবং শক্তি অর্জন করেছিল। কিন্তু ১৯১২ সালের বিদেশ যাত্রার তিনি প্রায় অজ্ঞাতসারেই নিজেকে একটি নতুন ভূমিকায় কল্পনা করলেন--- তাঁর আগে স্বামী বিবেকানন্দ যা চমৎকারভাবে পালন করেছিলেন তেমনই এক ভূমিকা। কলকাতা থেকে যাত্রা করার সময় রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ভ্রমণের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। তিনি লন্ডনে ছুটি কাটাতে চেয়েছিলেন-- সেই ছুটি তাঁর দীর্ঘদিনের অর্জন। কিন্তু সেখানে সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিশ্রাম ও নির্জনতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পেরে তিনি লন্ডন ত্যাগ করার বিষয়ে নিশ্চিত হলেন এবং ইলিনয় প্রদেশের অরবানায় কিছু সময় কাটানো স্থির করলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথ তখন সেখানে ছাত্র। সেই সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের শান্ত পরিবেশে তিনি আনন্দ পেলেন। (২০) প্রথমদিকে সেখানে ছিল তাঁর অখণ্ড অবসর। কিন্তু তিনি এমন একজন মানুষ যাঁর অদৃষ্টে খ্যাতির অবিরাম পশ্চাদ্ধাবন। শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র জনসমাজে তিনি আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠলেন যা তাঁকে তাঁর ধ্যানমগ্ন বিচ্ছিন্নতা থেকে প্রায় জোর করে বাইরে টেনে আনল। তাঁর আগমনের দশদিনের মধ্যেই স্থানীয় কয়েকজন এক্সেরবাদী (যাদের মধ্যে কয়েকজন সাধারণভাবে ব্রাহ্মসমাজের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এবং রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন) তাঁকে ইউনিটি ক্লাবে ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁকে ধর্ম বিষয়ে বলতে অনুরোধ করা হল এবং রবীন্দ্রনাথ তাতে র াজি হলেন; এখানে তিনি চারটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাবে নতুন এক কর্মযোগ শু হল।

এমন নয় যে রবীন্দ্রনাথ কাজটি উপভোগ করেননি। আদি ব্রাহ্মসমাজের সদস্য এবং শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে দেশে থাকতে নিয়মিত ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে হত ও তা নিয়ে লেখালেখিও করতে হত। শা ন্তিনিকেতনের প্রার্থনাসভায় রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ধর্মোপদেশগুলি একাধিক খণ্ডে সংকলিত এবং প্রকাশিতহয়েছে। তাই তাঁর

জীবনীকারের কথায়, 'নতুন কাজের বোঝা তাঁহার খুব অপ্রীতিকর হয় নাই'। কিন্তু আরো যা আমাদের মনোযোগ দাবি করে তা হল, আবার তাঁর জীবনীকারের ভাষায় বলতে হয় 'তিনি আবিষ্কার করিলেন যে,বিলাতে তাঁহার সময় গিয়াছিল পদ্য ও নাট্যসাহিত্য তর্জময়। আর আমেরিকায় দিন যাইতেছে গদ্যসাহিত্য রচনায়। আশর্যের বিষয়, আমেরিকায় যে দীর্ঘ ছয় মাস ছিলেন তাহার মধ্যে একটি মাত্র কবিতা লেখেন।'

ধর্মীয় চিন্তাবিদের এই নতুন ভূমিকাটি আমেরিকায় কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা আংশিক ভাবে ব্যাহত করেছিল। ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে ডব্লিউ. বি. ইয়েট্সের তখনকার কর্মসচিব এজরা পাউন্ডের অনুরোধে শিকাগোর Poetry পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছ'টি কবিতা প্রকাশিত হয়। ঘটনাটি নিশ্চিতভাবে ভারতীয় কবিতায় প্রতি আমেরিকায় কিছুটা ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে এবং কবি ও সমালোচকেরা কবিতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত শোনার জন্য আগ্রহীই ছিলেন। কিন্তু একাধিকবার স্থগিত রাখার পর রবীন্দ্রনাথ যখন শেষ পর্যন্ত Poetry পত্রিকার সম্পাদক হ্যারিয়েট মনোরোর আমন্ত্রণে শিকাগো এলেন এবং হ্যারিয়েট মুডির বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলেন তখন সবার প্রত্যাশামত তিনি কিন্তু সাহিত্য নিয়ে কোনো কথা বলেননি। আব্রাহাম লিঙ্কন সেন্টারে 'Ideals of the Ancient Civilization of India' এবং 'The Problems of Evil' বিষয়ে ভাষণ দিলেন তিনি। আমন্ত্রিত হন রয়েস্টারে অনুষ্ঠিত National Federation of Religious Liberals -এর অধিবেশনে এবং পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে ধারাবাহিক বক্তৃতার আমন্ত্রণ আছে অধ্যাপক জেমস হাউটন উডের কাছ থেকে। এই সমস্ত বক্তৃতা থেকেই প্রাধনত তাঁর ধর্মীয় প্রচারক বা মরমি ভাবমূর্তি গড়ে উঠল। পরবর্তী আমেরিকা সফরগুলিতেও তাঁর এই চেহারাই উত্তরোত্তর আরো তীক্ষ্ন ও প্রবল হয়ে উঠেছে।

আমেরিকার এই ভাষণগুলি ১৯১৩ সালের অক্টোবরে Sadhana শিরোনামে সংকলিত হয়ে ম্যাকমিলন অ্যান্ড কোং থেকে প্রকাশিত হয়। এটিই রবীন্দ্রনাথ লিখিত প্রথম ইংরেজি প্রবন্ধের বই। এখন থেকে তাঁর ইংরেজিতে লেখালিখি দুই খাতে প্রবাহিত হতে লাগল (১) তাঁর কবিতার অনুবাদ এবং (২) সরাসরি ইংরেজিতে লিখিত তাঁর প্রবন্ধও বক্তৃতাবলি। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি তাঁকে যেমন ভারতবর্ষে ও সারা পৃথিবীতে যশস্বী করে তুলেছিল তেমনই সেই সুবাদে আরো নতুন দায়িত্বের ভার চাপল তাঁর কাঁধে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণের চাপে যতটা না চাইতেন হয়তো তার থেকেও বেশি তাঁকে লিখতে হল ইংরেজিতে। মৃত্যুর পূর্বে ইংরেজি ভাষায় তাঁর অন্তত দশটি প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয় এবং ভূমিকা, মুখবন্ধ, বক্তৃতা ও অভিভাষণের আকারে প্রকাশিত বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা তাঁর এক বিপুল সংখ্যক লেখা এখনও সংগ্রহের অপেক্ষায়। যদিও এ থেকে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, মুখ্যত বহিরাগত দাবি মেটাতে লেখা বলে তাঁর গদ্যরচনাগুলি নেহাতই বিষয়ভিত্তিক এবং সেসবের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। পক্ষান্তরে বইগুলির অধিকাংশই তাদের নিজস্ব জোর ও সৌন্দর্যের জন্য যে কোনো লেখককে গৌরবান্বিত করতেপারত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেব ইংরেজি রচনার এই দুটি ধারা-- তাঁর অনুবাদ এবং মূল রচনার মধ্যে যে সূচনাগত পার্থক্য তা তাদের সুস্পষ্টভাবে ভিন্নমুখী করেছে। প্রথমটি তাঁর কবিতার জগৎকে বিদেশীয় পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ এবং সবিরাম এক প্রয়াসের পরিণতি, আর শেষোত্তটি তাঁর উপর হঠাৎ আরোপিত এক নতুন দায়িত্বের ফসল।

ছয়

রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে ইঙ্গ - মার্কিন দুনিয়ার এই মাতামাতি ছিল ক্ষণস্থায়ী। প্রায় অভিযোগ করা হয়---আর তা অন্যায্যওনয়--যে ইউরোপে এবং আমেরিকায় তাঁর খ্যাতির অবসানের জন্যে দায়ী নিম্নমানের অনুবাদ। তুচ্ছতা, বিরক্তিকরঅস্পষ্টতা এবং নীরস, নিষ্প্রভ বিতৃষ্ণা জাগানো অলংকার--এই সমস্ত অভিযোগে তাঁর (এবং তাঁর সম্মতি নিয়ে করাঅন্যদের) অনুবাদ অভিযুক্ত হয়েছিল--এ কথা এতই সুবিদিত যে তা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। (২২) যদিওসেই সাহিত্যকীর্তির মাধ্যমেই তিনি ইউরোপকে অভিভূত করেছিলেন এবং এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যসমালোচকদের কয়েকন তাঁর প্রশংসার প্রাণবন্ত ঐকতানে যোগ দিয়েছিলেন। আমি পশ্চিমের দুজন রবীন্দ্রানুরাগীর মতামত উল্লেখ করতে চাই মূল বাংলা রচনায় যাঁদের কিছুটা অধিকার ছিল। Gitanjali -র কাব্যসৌন্দর্য নিয়ে বিশেষ কোনো বিতর্ক না থাকলেও মতামতগুলি তাঁর ইংরেজি রচনার প্রতি ক্রমবর্ধমান অস্বস্তির জন্য উল্লেখযোগ্য । ১৯২৬ সালে

এডওয়ার্ড টমসন (২৩) লেখেন

It is one of the most surprising things in world's literature that such a mastery over an alien tongue ever came to any man. Conrad conquered our language more completely; but he began to attack it in his teens, whereas Rabindranath was over fifiy before 'I began my courtship of your tongue'…

… his real reputation began to decline, almost as soon as it reached its height….Rabindranth's loss of reputation to me is a distressing thing, yet I think the poet himself and his publishers are almost entirely to blame. Very grave mistakes were made. Gitanjali was a selling proposition, as it deserved to be. So book after book was hurried out, almost fortuitously and flung at the public. After Gitanjali came The Gardener… This gave Pleasure to many. But the word had gone round that he was a 'mystic'… The Crescent Moon followed, and then the English Sadhana. His fate was sealed.

এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে বাংলা সাহিত্যের মার্কিন পণ্ডিত মারি লাগো রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ এবং তাঁর ইংরেজি রচনার নির্মাণপদ্ধতি বিষয়ে অভিযোগ করেন

In view of tagore's importance in world literary history, it is also fair to note that the English collections of 1912 to 1918 seem to have been prepared with a peculiar lack of imagination about the range of interest. That might be taken or encouraged, both then and in the future, in the sources of these poems, which mark so clearly the start of a new era in east-west cultural exchange.

রবীন্দ্রবিশারদদের তোলা প্রধান আপত্তিগুলি অর্থাৎ তাঁর ইংরেজি অনুবাদে টমসন উল্লিখিত (২৬) 'Pretty-pretty nonsense'-এর ঘনঘন প্রবেশ এবং লাগো-র অভিযোগ অনুযায়ী তাঁর 'fundamental assumption that the essential East would remain East and the essential West would remain West' সন্দেহাতীত ভাবে যথ ার্থ। রবীন্দ্রনাথের মরমি ভাবমূর্তিটি যদি পশ্চিমি মানুষের হাতে তৈরি প্রাচ্যবাসীর প্রতিরূপ অনুসারী হয়ে থাকে তবে রবীন্দ্রনাথও দুর্ভাগ্যবশত তাঁর নিজস্ব প্রতীতিতেই গড়ে নিয়েছেন এক পশ্চিমি আদল। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সম্পর্কে টমসন লিখেছিলেন, 'his treatment of his western public has sometimes amounted to an insult to their intelligence. He has carefully selected such simple, sweet things as he appears to think they can appreciate?' প্রখাত রবীন্দ্রানুরাগিনী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো একই অভিযোগ করেছেন। তাঁর বর্ণিত একটি ঘটনা এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে

'It is nearly tea-time,' I said, 'but before going down, please do translate this poem for me. Leaning over the pages spread out before him, I could see, undecipherable, like the traces of birds' feet on the sand, the delicate, mysterious patterns of the Bengali characters. Tagore took up the page and started translating, literally, he told me, what he read, hesitating sometimes, seemed to me tremendously enlightening. It was as if by miracle, or chance, I had entered into direct contact, at last, with the poetic material (or raw material) of the written thing without having on the pair of gloves translations always are-gloves that blunt out sense of touch and prevent our taking hold of the words with sensitive bare hands, all important words, because only the poet can build with them a fragile bridge between the intangible and the tangible, between the intangible reality of poetry and the tangible unreality of our matter-of fact daily life.

I asked Tagore to put the English version into writing latter. On the next day he gave it to me, written in his beautifully English handwriting I read the poem in this presence and could not conceal my disappointment. 'But such and such things you read to me yesterday are not here,' I reproached him, 'why did you suppress them? They were the center, the heart of the poem'. He replied that he thought that would not interest Westerns. The blood rose to my cheeks as if as I

had been slapped. Tagore had, of course, answered as he did because he was convinced of being right never dreaming that he could hurt me. I told with vehemence I seldom permitted myself with him (though impetuosity is natural to me) that for once he was terribly mistaken.

রবীন্দ্রনাথ নিজের সুনামের প্রতি কী অবিচার করেছিলেন তা বুঝতে তাঁর যথেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছিল। পরে তা সংশোধনের চেষ্টা করেও সফল হননি। ইংরেজি রচনাগুলির জন্যে তিনি এত বেশি উদ্বেগ ও মনস্তাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন--১৯৩৪ সালে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি সে সাক্ষ্য বহন করে ২৮---যে, কয়েকটি বইয়ের পুনর্মুদ্রণ চিরতরে বন্ধ করার জন্যে প্রায় অস্থির হয়ে পড়েন। অমিয়বাবুকে একটি চিঠিতে ২৩ অক্টোবর ১৯৩৪) রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'নিজের লেখার তর্জ্জমায় ভূরি ভূরি অবিচার করেছি। নিজের লেখা বলেই বোধ করি এত শৈথিল্য, এত স্পর্দ্ধা।' অন্য আর একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, Fruit Gathering এবং Lover's Gift-এর অধিকাংশ কবিতাই একেবারে অচল। .... এগুলো বরাবরকার মত ব াদ দিতে হতে। Fugitive থেকেও গোটকতক বাদ পড়বে' (২৮ নভেম্বর ১৯৩৪)। রাইর্ট ব্রিজেস ১৯১৫ সালে The Spirit of Man (২৯) সংকলনগ্রন্থে প্রকাশিতব্য রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির সামান্য কিছু পরিমার্জনার পরামর্শ দিলে যিনি অমন দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন-- সেই রবীন্দ্রনাথইএখন লিখলেন (২৮ মার্চ ১৯৩৫) যে, 'আমার ইংরেজ কবিবন্ধু'দের যে কেউ একজন যদি কবিতাগুলি সম্পাদনা করেন, তা যে সে রকম করেই হোক, তাতে তাঁর লেশমাত্র অ াপত্তি নেই।

রোটেনস্টাইনের হাতে Gitanjali-র পাণ্ডুলিপিটি তুলে দেওয়ার কুড়ি বছরের মধ্যে বিদেশের মাটিতে রবীন্দ্রনাথের আঠ ারোটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যে দ্রুততার সঙ্গে তাঁর প্রকাশকেরা সেগুলি বাজারে ছাড়েন এবং যে চাপের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেগুলি লিখে চলেছিলেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। এখানে ইংলন্ডে ও আমেরিকায় প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থগুলির একটি কাল ানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল

১৯১২ Gitanjali
১৯১৩ The Gardener
Sadhana
The Crescent Moon
Chitra
১৯১৪ One Hundred Poems of Kabir
১৯১৬ Fruit – Gathering
Stray Birds
১৯১৭ Sacrifice and Other Plays
Personality
Nationalism
১৯১৮ Lover's Gift and Crossing
১৯২১ The Fugitive
১৯২২ Creative Unity
১৯২৫ Red Oleanders
১৯২৮ (৩০) Fireflies
Letters to a Friend
১৯২৯ Thoughts from Tagore
১৯৩১ The Child
The Religion of Man

এগুলি ছাড়া ভারতে রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যেমন, The Fugitive (১৯১৯)--দু-বছর পরে তঁার ইংরেজ প্রকাশকদের দ্বারা প্রকাশিত রচনাটির থেকে এটি ভিন্ন, The Parrot's Training (Thacker Spink and Co. Calcutta, 1918), talks in China (Calcutta, 1925) এবং একটি বড়ো সংখ্যক অনুবাদ ও প্রবন্ধ। যা তাঁকে সর্বসাধারণের দাবিতে লিখতে হয়েছিল। ইংরেজিতে তাঁর রচনাপ্রকাশের এই নিরন্তর প্রবাহে যা রবীন্দ্রনাথের লক্ষ এড়িয়ে যায় তা শুধু তার অনুবাদের শৈলী এবং শব্দচয়নের ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যহীনতাই নয় বরং নির্বাচন ও বিন্যাস কল্পনার অভাবও। তাঁর সমস্ত অনূদিত গ্রন্থের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে Stray Birds এবং Firefliesছাড়া (যা কোনোভাবেই তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির সমপর্যায়ে পড়ে না।) কোনোটিই একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় অনুযায়ী বিন্যস্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, Gitanjali-তে অন্তত পক্ষে দশটি বিভিন্ন গ্রন্থের কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কবিতাগুলির সবকটিই ধর্ম সম্বন্ধীয় হওয়াতে একথা বলা যুক্তিসঙ্গত যে সেগুলির মধ্যে অন্তত একটি যোগসূত্র আছে। অধিকাংশ কবিতাই নৈবেদ্য (১৯০১), খেয়া (১৯০৬), গীতাঞ্জলি (১৯১০) এবং গীতিমাল্য (১৯১৪), (কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল ১৯১২-১৩ সালে) থেকে নেওয়া। অধিকতর সাযুজ্য মেলে The Crescent Moon গ্রন্থটিতে--যার ৪০টি কবিতার ৩৫টিই বাংলায় রচিত শিশু কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া। সমস্যার শু হয় The Gardener বইটি থেকে, রবীন্দ্রনাথ যার জন্যে ৮৫টি কবিতা নির্বাচন করেন। ২টি নেওয়া হয় ক্ষণিকা (১৯৯০) থেকে, ১০টি সোনার তরী (১৮৯৪) এবং বাকিগুলি ১০টি অন্যান্য উৎস থেকে আসে। সন্দেহাতীতভাবে ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে একটা ঐক্য পাওয়া যায়, ঐক্যটি মূলত নির্বাচিত কবিতাগুলির মধ্যে ভাবগত সম্বন্ধের জন্যে (যদিও নৈবেদ্য-র কবিতাগুলির শক্তিশালী সনেট সদৃশ গঠন খেয়া-র ললিত ছন্দের থেকে মূলগতভাবে পৃথক)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সচেতনভাবে মরমি Gitanjali -র সঙ্গে অমিল রেখে The Gardener এর নির্মাণে সচেষ্ট ছিলেন এবং সেই কারণে প্রধানত ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর বইগুলি থেকে প্রেমের কবিতা নির্বাচন করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত অনুবাদটি যথোপযুক্ত হয়নি মূল রচনার বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের প্রতিফলন ঘটাবার পক্ষে যথেষ্টই নীরস ও নিষ্প্রভ ছিল তা। বইটির সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন যে তিনি মূল কবিতাগুলির সংক্ষিপ্তকরণ ('abridged') এবং কোনো ক্ষেত্রে শব্দান্তর (অর্থ অবিকৃত রেখে) ঘটিয়েছেন। এটি তাঁর একটি বিপজ্জনক অভ্যাসে পরিণত হয় ; তাঁর বহু অসাধারণ কবিতা তিনি অবিশ্বাস্য সংবেদনহীনতায় শুতে অথবা শেষের অংশে বাদ দিয়েছেন। Gitanjali -র ধর্মীয় কাব্যগীতির প্রভাব স্তিমিত করার চেষ্টা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের একটি অন্য ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে The Gardener ব্যর্থ হল বরং তা প্রকাশের অনতি কালের মধেই তাঁর পাঠকদের মধ্যে অস্বস্তির প্রথম লক্ষণ স্পষ্ট হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী বই Fruit Gathering (1916)-এর জন্যে বলাকা (১৯১৬) থেকে ১৫টি, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য থেকে ২২টি এবং কথা (১৯০০) থেকে অন্তত ৮টি কবিতা নির্বাচন করেন। এছাড়া অন্যান্যগুলি বাছা হয় ৮টি সামঞ্জস্যহীন রচনা থেকে। সমৃদ্ধ ভাষাশৈলী, বহুপ্রসারী চিন্তা ও কল্পনাশক্তি এবং বলিষ্ঠ ব্যাপ্তিতে ভাস্বর বলাকা-র কবিতাগুলি গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-র প্রশান্ত ও কোমল জগৎ থেকে মূলগতভাবে আলাদা। অন্যদিকে টমসনের দৃষ্টিতে কথা-র কবিতাগুলি , 'show Rabindranath's narrative gift with a simplicity and directness'(৩১) এবং কৃষ্ণ কৃপালনির কথায় 'themselves a new, miniature modern Mahabhara-ta, a noble treasury of India's moral and spiritual heritage(৩২)। কিন্তু কাব্যশিল্প কাব্যানুভূতির এই তিন অনুপম আধারের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা অনুবাদটিতে করা হয়নি। এমনকী কবিতাগুলির কালানুক্রমিক পর্যায়ও অনুসৃত হয়নি দুঃখজনক, এলোমেলো এক সংকলন। এবং তেমনই শোচনীয় অসতর্কতা থাকল পরবতী দুই Lover's Gift and Crossing (১৯১৮) এবং The Fugitive (১৯১২)-এর ক্ষেত্রে।Stray Birds (১৯১৬) এবং Fireflies (১৯২৮) বই দুটি অনেক বেশি সংহত। কারণ তাদের মধ্যেকার গঠন রীতির সাদৃশ্য এবং তাদের সৃষ্টির প্রেক্ষাপট। কিন্তু এই বই দুটিকে যেন কবিতার চেয়েও বেশি নানান সূত্র থেকে সংগৃহীত এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বাণীর সংকলন বলে মনে হয়। যদিও সেগুলির বেশ কয়েকটি তাদের কাব্যরূপের জন্যে স্মরণীয়হয়ে থাকবে।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের কতটা ক্ষতি করেছিলেন তা বুঝতে পেরেছিলেন অনেক দেরিতে। এ বিষয়ে সচেতন এবং বেদনার্ত হয়ে তিনি ১৯৩৪-৩৫ সাল নাগাদ একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশে ইচ্ছুক হন। তিনি যে শুধু Fruit Gathering এবং Lover's Gift সম্পর্কে বিব্রত ছিলেন তাই নয়, এ বই দুটি তো তিনি বাতিল করতেই চেয়েছিলেন, বরং The Fugitive থেকে কয়েকটি কবিতা বাদ দিয়ে সংকলনটির পুনর্বিন্যাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লেখেন, 'ইংরেজি বইয়ের নাম ভালো হয়, কারণ ওই বইগুলি এখন থেকে একেবারে চাপা দিতে হবে'।(৩৩) এই প্রথম কালানুক্রমিক বিন্যাসের চিন্তাটি তাঁর মাথায় এল তিনি ওই চিঠিতে প্রস্তাব করলেন যে Crossingএর কবিতাগুলি Gitanjali-র কবিতাগুলির অব্যবহিত পরেই ছাপানো যেতে পারে, কারণ এই দুই বইয়ের উৎস কবিতাগুলি সময়ের দিক থেকে কাছাকাছি। এখানে আরো একবার উল্লেখ করা যায় যে ১৯২১-এই টমসন এ কথাটা একবার তুলেছিলেন, তিনিই এ ধারণার অন্যতম প্রথম প্রবক্তা 'Had the Poet from the first issued in full translation with the necessary minimum of explanation, a selection in chronological order from all his work, the verdict would have been very different.'।
(৩৪) তাৎপর্যের বিষয় এই উক্তিটি যে বছর করা হয় তার পর থেকে Firefliesছাড়া ম্যাকমিলান রবীন্দ্রনাথের আর কোনো বই প্রকাশ করেনি। যদিও এই শতকের তৃতীয় দশক থেকেই কবিরূপে তাঁর কর্মজীবনের এক গৌরবময় সমুজ্জ্বল অধ্যায় শু হয়েছিল।(৩৫)

সংকলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের ব্যগ্রতায় সাড়া দিয়ে ম্যাকমিলান প্রকাশ করল Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore (১৯৩৬)। এক নামী প্রকাশনা সংস্থার অন্যতম দুর্ভাগ্যজনক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন এক প্রকাশনা হল এই বই। প্রকাশিত রচনাগুলি যে রবীন্দ্রনাথ নিজে সংকলন করেননি বরং সেগুলি (অজানা কোনো সম্পাদকের) নির্বাচিত এবং মূল বাংলা থেকে অনূদিত, ইংরেজিতে লেখা নয়-- সে বিষয়ে এই সংস্করণটিতে বা এর পরবর্তী পুনর্মুদ্রণগুলির কোনোটাতেই কোনো সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল না। এই তথ্যগুলি গোপন করার ফলে প্রকাশক পাঠককে জানাতে বাধ্য থাকলেন না যে সংকলনটিতে অন্তর্ভুক্ত The Post Officeবা The Cycle of Springনাটকের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথকৃত নয়। কয়েকটি নতুন কবিতা (১৯২১ এর পরে লেখা) অন্তর্ভুক্ত করলেও প্রকাশক সেগুলির রচনাকাল উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেননি এবং এইভাবে অন্তর্ভুক্ত বইগুলির কোনোটিরই প্রকাশকাল এখানে উল্লিখিত হয়নি। শাশ্বত প্রাচ্যের ('eternal Orient') আদর্শস্বরূপ এক অতীন্দ্রিয় গদ্যসাহিত্যের প্রতীকী হয়ে রইল এই বই।

সাত

বাংলাভাষী অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের যে সমাদর এবং প্রভাব, ভারতীয় উপমহাদেশের এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশের সঙ্গে তা মেলে না। দেশে দেশে সে ইতিহাস আলাদা ও অনন্যনির্ভর। বাংলাভাষী অঞ্চলে যে-রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসা ওশ্রদ্ধা পেয়েছেন, সমালোচিত এবং নিন্দিত হয়েছেন, যে রবীন্দ্রনাথ সাংস্কৃতিক অহংকারের প্রতীক এবং এক লাভজনক বাণিজ্যের সম্ভাবনা--তিনি একান্তভাবেই বাঙালি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ইংরেজি রচনা সেখানে কদাচিৎ পঠিত এবংসেখানে প্রায় কোনো বাঙালি সমালোচকই পাওয়া যায় না, যাঁর রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনায় প্রকৃত আগ্রহ আছে।(৩৬) দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশে বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভারসাম্যে অবস্থান করেছেন। এই উপমহাদেশে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যার দ্বিভাষীর মানুষ আছেন, বিশেষত অসম, বিহার ও ওড়িশায় এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে থাকা মানুষ যাঁরা বাংলাভাষাতেই রবীন্দ্রনাথের রচনাপড়েন এবং অনুবাদের প্রয়োজন যাঁদের একেবারেই হয় না। যদিও অনেক অনুবাদক রয়েছেন যাঁদের কল্যাণে রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনাগুলি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়। কিন্তু ইংরেজি অনুবাদগুলি রবীন্দ্রনাথের স্থায়িত্বে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এবং খুব সম্ভবত ভবিষ্যতে এর আরো গুত্ব বৃদ্ধি পাবে। একটি বৃহৎ পাঠকসমাজরবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের করা অনুবাদই পড়েন। তাছাড়া-বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদগুলি ইংরেজি থেকেই করা, মূল বাংলা থেকে নয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে এই ইংরাজি অনুবাদগুলি অপরিহার্য এবং একমাত্র উপাদান, যার উপর রবীন্দ্রনাথের খ্যা

তি নির্ভর করে। এখনও বইগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়ে চলেছে (এবং অবশ্যই বিক্রি হচ্ছে)। এই রচনাগুলি থেকেই বিশ্বের সমস্ত প্রধান ভাষাগুলিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য অনূদিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এখন আর পশ্চিমের প্রভাবশালী উচ্চ সাহিত্যিককুলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেন না-- এ কথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য হল এই যে, তিনি আজও সারা বিশ্বে সর্বাপেক্ষা বহুলপরিচিত এবং সর্বাধিক অনূদিত ভারতীয় লেখক। এই ইংরেজি রচনাগুলির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে তাঁর আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি এবং পরবর্তী শতাব্দী যদি তাঁকে মনে রাখে তা কেবলমাত্র এই ইংরেজি রচনাগুলির জন্যেই। নতুন এবং উন্নততর অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের বর্তমান অনূদিত রচনাগুলিকে সরিয়ে জায়গা করে নেবে এমন সম্ভাবনা উজ্জ্বল না হলেও পুরোপুরি খারিজ করা যায় না। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনাগুলি সবসময়েই এক বিশেষ মর্যাদা পাবে।

এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে শুধুমাত্র অনুবাদ কর্ম নিয়েই রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনার ভাণ্ডার গড়ে ওঠেনি, তাঁর এক বৃহৎ কলেবরের ইংরেজি গদ্যসাহিত্য তাঁর বাংলা সাহিত্যকীর্তির মতনই গুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য। বস্তুত কেউ এমন যুক্তি উত্থাপন করতেই পারেন যে রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণতর রূপে হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর ইংরেজি সাহিত্যকর্ম একান্তই অপরিহার্য, কারণ তা তাঁর বাংলা সাহিত্যকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত । উদাহরণত রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বাংলায় 'গদ্যকবিতা' বলেছেন, তা নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যায়। 'গদ্যকবিতা' একটি নতুন কবিতাশৈলী, রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১-৩২ সাল নাগাদ বাংলাভাষায় যাঁর প্রবর্তন করেন। সাধারণত যা 'ন্দ্রন্দ্বন্দ্ব্লন্দ্বজ্জব্দন্দ্ব'হিসেবে পরিচিত, তার এক নিকটতম অনুরূপ আমরা এই 'গদ্যকবিতা'য় পাই। কবিতাগুলি ছন্দোবদ্ধ গদ্যে লেখা যার গঠনগত উপাদান অর্থাৎ শব্দগুচ্ছ এবং ছোটো ছোটো খণ্ডবাক্যগুলি কবিতার মতন করে সাজানো রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ (১৯৩২)-র মুখবন্ধে জানিয়েছেন যে ইংরেজি গীতাঞ্জলি রচনার সময় কাব্যশৈলীর এই ভাবনাটি তাঁর মনে আসে। বাংলা গদ্যরীতিতে তিনি একই রকমের এক সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখেছিলেন এবং দশ বছর পরে লিপিকা-য় (১৯২২) তার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করেছেন যে সঞ্চয়িতা (১৯৩১) কবিতা সংকলনে এই কবিতাগুলির কোনোটি অন্তর্ভুক্ত করার 'সাহস' তাঁর হয়নি। কিন্তু লিপিকা-তে তাঁর পরীক্ষা - নিরীক্ষার ধরন কেমনছিল-সে বিষয়ে বলার অনেক আগেই কার্যত কবিতাগুলি তিনি The Fugitive(১৯২১)-এ সংযোজিত করেছিলেন। ছন্দপ্রকরণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ছাত্রদের কাছে ইংরেজি গীতাঞ্জলি, লিপিকা, The Fugitiveএবং পুনশ্চ মিলে যেন একটি আদল তৈরি করে, ঠিক যেমন কণিকা (১৮৯৯), Stray Birds (১৯১৬), লেখন (১৯২৬), Fireflies(১৯২৮) এবং স্ফুলিঙ্গ মিলে গড়ে ওঠে সরস, সংক্ষিপ্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনার এক মিলিত সঞ্চয়।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যকর্মের মধ্যে যে ভাবগত সম্পর্ক তা এখনো সঠিকভাবে আবিষ্কৃত হয়নি। প্রাপ্ত অনুবাদগুলির নিবিষ্ট অধ্যয়নে দেখা যায় যে, সেগুলির অধিকাংশ আদৌ ভাষান্তর নয় বরং প্রকৃত অর্থেই রূপান্তরিত সৃষ্টি। কখনো দুটি বাংলা কবিতা একটিতে মিলেছে, কখনো বা তিনটি কবিতার জন্ম হয়েছে একটি মূল কবিতা থেকে এবং প্রায়শই, বিশেষ করে তাঁর ইংরেজি সৃষ্টিকর্মের শেষ দিকে যে কবিতাগুলি লিখেছেন সেগুলি প্রায় নতুন, মূল বাংলা কবিতাগুলির সঙ্গে তাদের কেবল ক্ষীণ সাদৃশ্য রয়েছে। এভাবে আমরা অনাস্বাদিত মূল তথ্য উপাদানের এক চিত্তাকর্ষক ভাণ্ডারও পেয়ে যাই যা আমাদের কাছে যেমন তাঁর সৃষ্টিশীলতার সংবৃত রহস্য উন্মোচিত করে, তেমনই অবহিত করে তাঁর অনুবাদকৃতি সম্পর্কে। ১৯১৩ সালের ১২ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে অজিত চক্রবর্তীকে লিখলেন

My English writing emerges out of my subconscious. Once I mount the peak off conscious will all my wit and wisdom get muddled. That is why I cannot gird up my loins to do a translation. I can only set my boat adrift and not sit at the helm at all. Then, if and when I touch shore I cannot quite understand myself how it all happened.

জার্মানিতে দেখা একটি Passion play-র অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ তাঁর দীর্ঘতম ইংরেজি কবিতা 'ব্ধড়ন্দ্ব ট্রড়ন্পুস্তু'লেখেন। তাঁর বাংলা রচনার সঙ্গে তাঁর ইংরেজি রচনার নিহিত সম্পর্কের এক আর এক উদাহরণ। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ নিজে বাংলায় অনুবাদ করেন এবং নাম দেন 'শিশুতীর্থ । এই বিশেষ ঘটনাটি অবশ্যই তীব্রভাবে রবীন্দ্রনাথের স

াহিত্য জীবনের অবিভাজ্যতা নির্দেশ করে। তিনি ইংরেজি রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ভাষার রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক করতে চ াননি। সালংকার সুবিন্যস্ত চলনের বাংলা 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি --এক দুর্নিবার অধীর ছন্দে শু, ধীরে ধীরে পৌঁছে যায় উন্মত্ততা আর প্রচণ্ডতার চরম মুহূর্তে আর তার পর বর্ণনার বিনীত বিস্তারে আর্দ্রীভূত হয়ে মিলে যায় প্রশান্ত, স্নিগ্ধ সুরের মূর্চ্ছনায় -- যেন তাঁর কবি জীবনের যাত্রাশেষে সমুজ্জ্বল গৌরবময় এক তোরণমার্গ।

সমান গুত্বপূর্ণ হল অন্ততপক্ষে ছটি গ্রন্থের সঞ্চয়ে গড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গদ্যসাহিত্যের ভাণ্ডার। স্বাধীন এবং স্ বয়ংসম্পূর্ণ হলেও তাঁর ইংরেজি গদ্যসাহিত্য বাংলা সাহিত্যকর্মেরই সম্প্রসারিত রূপ। ভিন্ন ভিন্ন পাঠকবর্গের জন্যে একই প্রশ্ন ও একই প্রসঙ্গে যে ভাবে তিনি ভিন্নতর সমস্যার ক্ষেত্রগুলি রচনা করেছেন সেখানেই অন্তর্নিহিত রয়েছে এই দুই ধার ার সাহিত্যের মধ্যেকার মৌলিক প্রভেদ প্রথমটি আন্তর্জাতিক পাঠকসমাজের জন্যে এবং দ্বিতীয়টি বাঙালি পাঠকের উদ্দেশে রচিত। Sadhana(১৯১৩) বা Personality(১৯১৭)-র প্রবন্ধগুলির উপাদান অনেকাংশেই সংগৃহীত হয়েছে তাঁর বাংলা গ্রন্থ ধর্ম অথবা শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালা থেকে। সেগুলি আবার ব্রাহ্মসমাজ নির্ধারিত উপনিষদের উপদেশ াবলি থেকে উৎসারিত, যদিও উপনিষদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃঢ় প্রত্যয় ও ব্যাখ্যার মৌলিকতা ছিল অবিচল। অন্যদিকে তাঁর দুটি অসাধারণ গ্রন্থ, nationalism (১৯১৭)এবং Talks in China(১৯২৫) শুধু যে বাগ্মিতায় এবং ল াবণ্যে ভাস্বর তাই নয় বরং সমকালীন ইতিহাসের গুতর সংকট সম্পর্কে মূল্যবান নথি। প্রথমোক্ত বইটি সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রকাশ্য নিন্দা---যার জন্য রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য এবং জাপানে আত্রমণের লক্ষ্য হতে হয়েছে--এবং পরের বইটি চিনের ইতিহাসের চরম অস্থির সময়ে সে দেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা ও অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে শুধু ভারতবর্ষের ধর্মীয় অতীতেরই নয়, বরং আরো বেশি করে তার বর্তমান সমস্যারও যোগ্য মুখপ াত্র হয়ে উঠছিলেন। তাঁর ইংরেজি গদ্যসাহিত্য ও শতাব্দীর সমস্ত পরিবর্তনকামী শক্তিগুলির প্রতি আধুনিক ভারত যে সাড় া দিয়েছে, তার এক দলিল হিসেবে সুদীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নেহ লিখলেন,

More Men any other Indian he has(রবীন্দ্রনাথ) helped to bring into harmony the ideals of the East and the West, and broadened the bases of Indian nationalism. He has been India's internationalist par excellence, believing and working for internationalist cooperation, taking India's message to other countries and bringing other message to his own people…. It was Tagore's immense service to India, as it has been Gandhi's in a different plane, that he forced the people in some measure out of their narrow grooves of thought and made them think of broader issues affecting humanity. Tagore was the great humanist of India.

আট

অতিহাসিক মূল্য ও অন্তর্নিহিত গুণ--এই দুইয়ের বিচারেই রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি সাহিত্যকর্ম গুত্বপূর্ণ। পশ্চিমি প াঠকগণের এমন উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা আর সমালোচকদের এমন ব্যাপক মনোযোগ তাঁর পূর্বে প্রায় কোনো ভারতীয় লেখকের ভাগ্যেই জোটেনি। যদিও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইন্দো-ইউরোপীয় সম্পর্কের ইতিহাস যথেষ্টই প্রাচীন, বেশ কয়েক শতক জুড়ে তার ব্যাপ্তি, তবু এদেশের মাত্র কয়েকটি রচনাই পশ্চিমের মননে কিছুটা প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। ভারতবর্ষ থেকে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি বাণিজ্যপথে দেশান্তরিত হয়ে পৌঁছোয় ইউরোপে। প্রথমে ইশপের নীতিকথায় এবং পরের শত াব্দীতে ন্ত্র ঠ্নস্ত্ঝন্ন্দএর আরো পরিশীলিত রচনায় তাদের প্রকাশ ঘটে। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে A. Duperron,শাহাজাদা দারা শিকোহ্র ফারসি সংস্করণ থেকে ঈশোপনিষদ অনুবাদ করেন লাতিন ভাষায়, যা Schopenhauer-কে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল।(৩৯) কালিদাসের শকুন্তলা সম্পর্কে গ্যোয়েটের প্রশংসাবাণী যথেষ্ট সুবিদিত এবং তা পুনল্লেখের দরকার নেই। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই বিশেষ তিনটি রচনা ইউরোপে ভারতীয় সা হিত্য সম্পর্কে কিছু উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। এই রচনাগুলি যে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল তা অকৃত্রিম এবং স্বতস্ ফূর্ত হলেও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সুবৃহৎ ভারতীয় সাহিত্য এবং তার অসাধারণ চিন্তার ও সূক্ষ্মতার পরিপ্রেক্ষিতে এই তিনটি দৃষ্টান্ত যেন অনন্ত নির্জনের মাঝে তিনটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। জি. ভি. পোপের তামিল ক্ল্যাসিকের অনুবাদ অথবা

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত সংস্কৃত মহাকাব্য দুটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ--কোনোটিই এই উপমহাদেশর প্রধান সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রতি পশ্চিমি পাঠকের প্রকৃত আগ্রহ সঞ্চার করতে পারেনি। ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে পশ্চিমি মননে যা আধিপত্য বিস্তার করেছিল তা হল নির্দিষ্ট কিছু বদ্ধমূল ধারণা। ভিনদেশি, কামরসাত্মক, অতীন্দ্রিয় সাহিত্যের এক অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ প্রতীতি ; পশ্চিমি সাহিত্যের প্রধান কানুনগুলির মধ্যে সাহিত্যকেকিছুতেই আগানো যায় না। অংশত তা ছিল এক সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ববোধের কারণে ; এ ধারণা Macaulayই প্রথম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রচার করেন। অন্য কারণটি হল ইউরোপে 'অপর' হিসেবে ভারতকে বুঝে নেবার চেষ্টাটা ছিল খুবই আধাখ্যাচড়া ও অন্যমনস্ক। নিতান্ত সৌজন্যের বেশি আর কিছু এতে ছিল না। এই বদ্ধমূল ধারণাটি বেড়েই চলেছিল। সেহেতু, এই পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যদেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ।

এটা লক্ষ করার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ প্রথম যাঁদের কাছে সাড়া পেয়েছিলেন তাঁরা নিজেরাই ছিলেন সৃষ্টিশীল লেখক এবং তঁারা আগেকার প্রাচ্যবিদদের তুলনায় আধুনিক ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক বেশি উৎসাহিত ও অবহিত ছিলেন।এই প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের অধিকাংশই ছিলেন পণ্ডিত এবং প্রাচীন ভাষা ও ধর্মের অধ্যয়নে নিমগ্ন। কিন্তু কেউই কবি ছিলেন না। গুত্বপূর্ণ হল ইয়েট্স্ তাঁর লেখা Gitanjai-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র একটি বিশেষ সংস্কৃতির ফসল রূপে দেখেননি, যদিও তিনি রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যে দৃঢ়মূল থাকার এই অসীম গুরত্বপূর্ণ দিকটিকে মর্যাদা দিয়েছেন। একই সঙ্গে ইউরোপীয় ঐতিহ্যের পরম্পরাতেও রবীন্দ্রনাথকে একটি আসন দিয়েছেন ইয়েট্স্। তিনি লিখেছেন, 'A whole people, a whole civilization immeasurably strange to us seems to have been taken up into this imagination and yet we are not moved not because of its strangeness, but because we have met our own image, as though we had walked into Rossetti's willow wood, or heard, perhaps for the first time in literature, our voice in a dream.' বোধ হয় এই উচচারণটি ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্য - সমাদরের ইতিহাসে 'শকুন্তলা' বিষয়ে গ্যোয়েটের চতুষ্পদী কবিতার চেয়েও অধিকতর গুত্বের। কেননা এটিই ইউরোপীয় কাব্যানুভূতির সঙ্গে একটি ভারতীয় শিল্পকর্মকেমিলিয়ে নেওয়ার প্রথম প্রয়াস। এক অত্যাশর্চ্য কণ্ঠস্বর নয়, তা ছিল 'our voice (৪০) আমাদেরও। ইয়েট্স- এর ভূমিকাটি Gitanjaliবিষয়ে পশ্চিমি কবির সংকট, তার গতির আনন্দ এবং তার অস্বাচ্ছন্দ্যেরও এক মর্মস্পর্শী বিবরণ। Gitanjali-র কবিতা সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, 'This is no longer the sanctity of the cell and of the scourge being but a lifting up, as it were, into a greater intensity of the mood of the painter, painting the dust and the sunlight, and we go for a like voice to St. Francis and to William blake who have seemed so alien in our violent history.'
ইয়েট্স্ Gitanjali কে একটি পরম্পরার ফসল পে চিহ্নিত করেছিলেন যেখানে কবিতা ও ধর্ম অবিচ্ছেদ্য আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি এমন এক কবিকে খুঁজে পেয়েছিলেন যিনি 'writes music for his words' Gitanjali-র অসাধারণত্বের কৈফিয়ত হিসেবে ইয়েট্সের এই উচচারণই ছিল যথেষ্ট। এই বোধ থেকে আরো এগিয়ে গিয়ে ভারতবর্ষের প্রাচ্যবাদী রূপকল্পটিকে তিনি অতিরঞ্জিত করে গেলেন। ভারতবর্ষ যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত এক সভ্যতা- পশ্চিমের সভ্যতার মতো তো এমনভাবে নানা টুকরোয় ভেঙে যায়নি যে কেউ যেন আর কাউকে জানে না। Gitanjali-র মধ্যে একটি অন্যতা (otherness)লক্ষ করলেও তাঁর ইউরোপীয় বোধের সঙ্গে কোন আপোষ না করেই ইয়েট্স্ তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন।

বিশেষ করে Gitanjaliএবং সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাহিত্যকর্মের ইউরোপীয় সমাদরের ঘটনাটির অধিকতর প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যতম একটি উদাহরণ আইসল্যান্ডের বিদগ্ধ কবি Halldor Laxness এর Gitanjaliসম্পর্কিত আন্তরিক উক্তিটি। 'This strange, distant and subtle voice at once found its way to the very depths of my youthful spiritual ears…'---এভাবেই তিনি রচনাটি সম্বন্ধে তাঁর প্রথম অনুভবটি প্রকাশ করেন, যদিও অবশেষে তিনি স্বীকার করেন যে, 'The Manifestations of the Devine in Gitanjali could be admired by us, but they were conditioned by a climate entirely different from our own, which also means that they were the products of a different culture.'(৪১) রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অজ্ঞেয়, অন্যতর এক জগতের প্রতিনিধি।

পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের উদয় ও বিলয় সম্পূর্ণত না হলেও, প্রধানত প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমের জ্ঞান এবং ইউরোপীয় অনুভূতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নৈকট্য- এই দুইয়ের উপরর নির্ভরশীল ছিল। ইয়েট্স এবং এজরা পাউন্ড রবীন্দ্রনাথ স ম্পর্কে যে সমালোচনার অবতারণা করেন তা ছিল মূলত দুটি বিষয়কে উদ্দেশ্য করে প্রথমত প্রাচ্য সভ্যতার ইতিহাস-এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, যেখানে ধর্ম এবং কবিতা ও সংগীত একে অপরের মধ্যে লীন হয়ে গেছে এবং সে দিক থেকে শেষ কয়েক দশকের পশ্চিমি কাব্যসাহিত্যের প্রতিতুলনায় যা এক সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করে আর দ্বিতীয়টি, আধুনিক পশ্চিমি মানুষের কবিতায় ধর্ম বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার স্থান। এই মূল দুটি প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের সমালোচকই তুলেছেন এবং পশ্চিমের আহূত সভ্যতার সঙ্গে সংলাপে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে সাড়া দিচ্ছেন এ বিষয়ে তাঁদের বোধই রবীন্দ্রখ্যাতির উথান পতনের কারন। তা সত্ত্বেও পাউন্ড-এর বর্জন এবং এলিয়টের নীরবতা পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল তার একটি দিক মাত্র। এর অন্যদিকে আছেন Juan Ramon Jimenez
কিংবা Ortega gasset। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তিরিশের দশকে ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলায় রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচকেরা ছিলেন এলিয়ট ও পাউন্ডভক্ত সেই সব কবি যাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকটে এই কবিদের উদ্বেগে সহমর্মী। সৃষ্টির নিহিত ঐক্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অটল বিশ্বাসের জন্য ও তাঁর রচনায় অশুভ বোধের অনুপস্থিতির জন্য তঁ াকে সমালোচনা করতে হয়েছিল। কবিতার প্রকৃত আধুনিকতা বলতে এই অশুভ বোধকেই বুঝতেন তাঁরা। রবীন্দ্রনাথের প াশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথকে কেমনভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল তার বিস্তৃত পর্যালোচনার স্থান এটা নয়, এ বিষয়ে এখনও কোন সন্তোষজনক গবেষণার কাজ সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়নি। নীরদ সি চৌধুরী (৪২)যেমনটি দাবি করেছেন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম সেই 'The ideal of the first beatitude transfigured…'এর ফিরে আসার প্রকাশ '… without the abnegation and endowed with the joyous peace which Wordsworth found in Nature'নাকি 'an anti-thesis both to pride of life and disquiet about evil', তা আজ আর কোনো গুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। সমস্ত ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই প্রতীচ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের মুখোমুখি সাক্ষাৎ পর্বের শু এবং এই সা হিত্যের মধ্যেই সেইমোকাবিলাকে আরো সমর্থ করে তোলার অঙ্গীকার। কিন্তু এই সব কবিতা, নাটক এবং প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত মূল্য শুধুমাত্র এই দুই সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্কের আখ্যানেই নয়। এ সাহিত্য এক মহৎ মনের অভিব্যক্তি, এমন এক মন যা অনেক কিছুর মোকাবিলায় প্রস্তুত এবং উত্তরকালেও যে মন মোকাবিলার যোগ্য।

টিকা ও উল্লেখপঞ্জি

১. চিঠিটি ১৯১৩ সালের ৬ মে তারিখে লেখা। দ্র. চিঠিপত্র (৫ম খণ্ড) বিশ্বভারতী, ১৩৫২, পৃ. ১৯-২১।
ইন্দিরা দেবী কৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'Genesis of English Gitanjali'প্রবন্ধে Indian Literature Vol. II, No. 1, Sahitya Akademi, New Delhi, October 1958—March 1959, pp. 3-4

২. উল্লিখিত গ্রন্থ ১৫৭টি বাংলা কবিতা সংবলিত 'গীতাঞ্জলি; যার অনেকগুলির জন্যে রবীন্দ্রনাথ সুররচনা করেছিলেন। ইংরেজি গীতাঞ্জলি বাংলা গীতাঞ্জলি-র (১৯১০) সম্পূর্ণ ভাষান্তর নয়।

৩. শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মানসী-র (১৮৯০) পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির দুটি ইংরেজি তর্জমা পাওয়া যায়। প্রথমটি, 'Desire for a Human Soul', একটি অসম্পূর্ণ অনুবাদ। অন্য সংস্করণটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের এক বন্ধু লে াকেন্দ্রনাথ পালিতের করা, যেটি The Modern Review (May, 1911) -তে প্রকাশিত হয় 'ঠজ্ঞত্তনব্ধপ্তন্দ্বব্দব্দ ড্ডন্দ্বব্দনজ্ঞন্দ্ব' শিরোনামে। পরে রবীন্দ্রনাথ একটি নতুন তর্জমা করেন, যেটি Lover's Gift (১৯১৮) অনুবাদ সংকলনের ২৫ নং কবিতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

৫. রবি দত্ত, রবীন্দ্রনাথের দশটি কবিতার অনুবাদ করেন যেগুলি তাঁর Echoes from East and West, Galloway & Potter, Cambridge, 1909 গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। ইংলন্ডেপ্রথম প্রকাশিত রবীন্দ্র কবিতার অনুবাদ।

৬. দ্র. নিত্যপ্রিয় ঘোষ, ডাকঘরের হরকরা, প্রমা প্রকাশনী , কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৬৭-৭৯ ; এবং বিকাশ চত্ররবর্তী, 'ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ', প্রতিক্ষণ, সংস্কৃতি সংখ্যা, বৈশাখ, ১৯৩৪ (১৯৮৭), পৃ. ৭৭-৮৮।

৭. R. F. Rattray, Poets in the Flesh, the Golden Head Press, Cambridge, 1961, p. 11 চত্রবর্তী,

'ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ'-এর উদ্ধৃত।

৮. কুমারস্বামী একটি কবিতা চত্রবর্তীর সঙ্গে অনুবাদ করেন, যেটি The Modern Review (March, 1911) -তে প্রকাশিত হয়, এবং দুটি কবিতা অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। সেই দুটি পরের সংখ্যার আত্মপ্রকাশ করে। কবিতা দুটি হল 'জন্মকথা' (Birth story) এবং 'বিদায়' (Farewell), দুটিই শিশু-কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া।

৯. India Society সম্পর্কে বিশদ জানতে দ্র. Mary M. Lago, Imperfect Encounter, Harvard University Press, Cambridghe, 1977, pp. 2- 8; Society-র সভাপতি প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত T.W. Rhys Davids (18432 – 1922) এবং সম্পাদক ছিলেন Wellington College -এর একজন Schoolmaster. A. H. Fox Strangway (1859 – 1948) ।

১০. William Rothenstein, Men and Memories: 1900 – 1922, London, 1932, p. 249.

১১. চিঠিটি ১৯১১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখা। দ্র. Lago, Imperfect Encounter, p.84.

১২. চত্রবর্তী, 'ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ', পঃ ৮৪।

১৩. গল্পটি পান্নালাল বোস অনূদিত 'The Hungry Stones' (The Modern Review, ফেব্রুয়ারি, ১৯১০) হতে পারে। Pierre Fallon S. J. এটির উল্লেখ করলেও ('Tagore in the West' Rabindranath Tagore, A Centenary Volume, Sahitya Academi, 1961), উৎস সম্পর্কে কোনো তথ্য দেননি। যদিও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর মতানুসারে গল্পটি 'কাবুলিওয়ালা'। সিস্টার নিবেদিতা অনূদিত গল্পটি প্রকাশিত হয় The Modern Review (জানুয়ারি ১৯১২) তে। গল্পটি The Hungry Stones and Other Stories, Macmillan, London, 1916 সংকলনে পাওয়া যায় 'Kabuliwallah' শিরোনাম।

১৪. চিঠিটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে, চত্রবর্তী, 'ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে উদ্ধৃতে ।

১৫. অনুবাদকের নাম উল্লিখিত হয়নি। পরে The Modern Review (সেপ্টেম্বর, ১৯১২)-তে পুনর্মুদ্রিত হলে সম্পাদক অজিত চত্রবর্তী-র নাম অনুবাদক হিসেবে উল্লেখ করেন।

১৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণ কৃপালানি-দুই বিদগ্ধ রবীন্দ্রজীবনীকার-ই ৩০ জুন, ১৯১৩ তারিখটি উল্লেখ করেছেন, যা ঠিক নয়।

১৭. দ্র. Rathindranath Tagore, on the edges of Time, Orient Longman, Calcutta, 1958, pp. d116-17.

১৮. সে সময়ে অক্সফোর্ডে পাঠরত দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ডাকঘর (১৯২২) নাটকটি অনুবাদ করেন। The post office নামে নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪-র জুলাইতে, Cuala Press, Dublin, থেকে। সেসময়ে Cambridge -এর ছাত্র কে. সি. সেন, যিনি পরবর্তীকালে Indian Civil Service- এর ছাত্র কে. সি. সেন, যিনি পরবর্তীকালে Indian Civil Service -এ যোগ দেন, রাজা (১৯১০) নাটকটির তর্জমা করেন। Macmillan ১৯১৪ সালে নাটকটি the king of the Dark Chamber নামে প্রকাশ করে। প্রকাশক অনুবাদের নাম উল্লেখ করেননি।

১৯. Theodore Douglas Dunn, The Bengali Book of English verse, Longman & Green, Bombay, 1918

২০. উল্লিখিত আমেরিকা যাত্রা এবং রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী আমেরিকা ভ্রমণের বিশদ বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য। সুজিত মুখোপাধ্যায়ের তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। A Passage to America, Bookland, Calcutta, 1964.

২১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, ঝিভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৪৯, পৃ. ৩১১।

২২. অনুবাদগুলির প্রকৃতি বিষয়ে বিশদ জানতে দ্র. Sujit Mukherjee, 'Translation as Perjury', in translation as Discovery, Allied Publishers, New delhi, 1981, pp. 101-25 । আরও দ্র. Melvin D. Palmer, 'Tagore's poetry in English : A Candid View' in Rabindranath Tagore : American Interpretations, edited by Ira G. Zepp, Jr., Writers Workshop, Calcutta, 1981, pp. 78-79 ; এবং Sisir Kumar Das, 'Tagore : A Victim of Translation?', The Indian Literary Review, Vol. IV, i. January 1986, pp. 71-80.

২৩. দ্র. Edward Thompson এর Rabindranath Tagore : Poet and dramatist, Oxford University Press, 1991 গ্রন্থে হরিশ ত্রিবেদী লিখিত ভূমিকা।

২৪.Edward J. Thompson, Rabindranath Tagore : His Life and Work, Association Press, YMCA, Calcutta, 1921, পুনর্মুদ্রণ YMCA Publishing House, Calcutta, 1961, pp. 35-36.

২৫. Mary M. Lago, Rabindranath Tagore, Twayne Publishes, Boston, 1976, p.61.

২৬. Thompson, Rabindranath Tagore, : His life and Worrk, p. 38.

২৭. Victoria Ocampo, 'Tagore on the Banks of the River Plate', Rabindranath Tagore : A Centenary Volume, Sahitya Akademi, New Delhi, 1961, p. 44.

২৮. চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৪ এ সংকলিত।

২৯. দ্র. Lago, Imperfect Encounter, pp. 177-86; এবং রোটেনস্টাইনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি (২০শে অ াগস্ট, ১৯১৩), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-১২।

৩০. ১৯২৮ সালে Macmillan থেকে Anthony X. Soares নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার একটি সংকলন প্রকা শিত হয় Lectures and Addresses শিরোনামে।

৩১. Thompson, Rabingranath Tagore : poet and Dramatist, p. 158.

৩২. Krishna Kripalani, Rabindranath Tagore, Oxford University Press, London, 1962, p.177.

৩৩. চিঠিপত্রর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২-২৩ (চিঠির তারিখ ২৮ নভেম্বর ১৯৩৪)

৩৪. Thompson, Rabindranath Tagore, : His life and Work, p. 38; মূল রচনাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৩৫. রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ কুড়ি বছরের রচনা থেকে মাত্র চারটি কবিতা Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore, Macmillan, London, 1936 গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

৩৬. শঙ্খ ঘোষ, একমাত্র বাঙালি সমালোচক যিনি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা গুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করেছেন এবং যাঁর সূদূরপ্রভাবী গ্রন্থ নির্মাণ আর সৃষ্টি (১৯৮৩) গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের একটি সমান গুত্বপূর্ণ মৌলিক রচনা 'Construction Versus Creation' (1920) থেকে।

৩৭. চিঠিটির তর্জমা করেছেন ক্ষিতীশ রায়। Jadavpur Journal of Comparative Literature, Vol, 9, pp. 125-26.

৩৮. Jawaharlal Nehru, The Discovery of India, 1946 Jawaharlal Nehru Memorial Fund Oxford University Press, Delhi, 1982, p. 340.

৩৯. 'It is the most profitable and most elevating reading (the Original text Excepted) possible in the world, It has been the consolation of my life, and will be the consolation of my death,' W. Wallace, Life of Schopenhauer, London, 1890, p. 106 থেকে উদ্ধৃত।

৪০. আরো সাধারণ স্তরের কিছু পশ্চিমি পাঠক বেশ দ্রুতই Gitanjali -র নির্মাণে পশ্চিমের প্রভাব লক্ষ করেছেন। দৃষ্টান্তস্ বরূপ Macmillan, London এর পাঠ-সংশোধক, যিনি Gitanjali প্রকাশের সুপারিশ করেন -- লেখেন, Rabindranath is a real poet, and he has translated his own poems into beautiful English, He is obviously a student of the English Bible, and has modeled his style upon the Song of Solomon and other Books of the Old Testament. He is also not without a knowledge of Western poetry....' উদ্ধৃতিটি প াওয়া যায় Lago -র Imperfect Encounter, p. 21 গ্রন্থে ; প্রাসঙ্গিক অংশটি আলাদাভাবে লক্ষণীয়।

৪১.Halldor Laxness, 'Gitanjali in Iceland', Rabindranath Tagore : A Centenary Volume, p. 332.

42. 'Tagore : The True and the False', The Times Literary Supplement, 27 September 1974, no. 3786.

অনুবাদ পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com